ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-232 ■ 24 May, 2026 ■ আগরতলা ২৪ মে, ২০২৬ ইং ■ ৯ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## বৈশ্বিক সংকটের মাঝে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ

**নয়াদিল্লি, ২৩ মে (আইএএনএস) ।।** মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও শনিবার নয়াদিল্লিতে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিকট ভবিষ্যতে হোয়াইট হাউস সফরের আমন্ত্রণ জানান।

বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদি সামাজিক মাধ্যম এক্সে জানান, ভারত-আমেরিকা বিস্তৃত বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতি এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্বকল্যাণের জন্য ভারত ও আমেরিকা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাবে।

ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর-ও এক্সে পোস্ট করে জানান, দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি ভারতকে আমেরিকার "গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার" বলে উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রদূত আরও জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে শীঘ্রই হোয়াইট হাউস সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

শনিবার সকালে রুবিও কলকাতায় পৌঁছে তাঁর চার দিনের ভারত সফর শুরু করেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রদূত গোর। স্ত্রী জ্যানেট রুবিওকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মাদার হাউস পরিদর্শন করেন, যা মাদার টেরেসা প্রতিষ্ঠিত মিশনারিজ অব চ্যারিটির সদর দফতর।

রুবিও এক্সে জানান, তাঁর সফরে বাণিজ্য, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, কোয়াড এবং আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০১২ সালে হিলারি ক্লিন্টনের সফরের পর তিনিই প্রথম মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি কলকাতা সফর করলেন।

২৩ থেকে ২৬ মে পর্যন্ত নির্ধারিত সফরসূচিতে কলকাতার পাশাপাশি আগ্রা, জয়পুর ও নয়াদিল্লিও রয়েছে। কূটনৈতিক মহলে এই সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ ভারত আগামী ২৬ মে নয়াদিল্লিতে কোয়াড বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের আমন্ত্রণে অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী পেনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## প্রচুর ইয়াবা সহ আটক চালক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৩ মে ।।** জাতীয় সড়কে নাকা চেকিং চলাকালীন বড়সড় সাফল্য পেল কমলপুর থানার পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে কমলপুর থানার অধীন দুর্গা চৌমুহনি এলাকায় ২০৮ নম্বর জাতীয় সড়কে সন্দেহজনক একটি গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাত প্রায় বারোটা নাগাদ কুমারঘাট দিক থেকে আসা একটি মারুতি গাড়ির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সেটিকে থামানো হয়। পরে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় প্রায় ৫০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এসডিপিও সমুদ্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পেচাঁরথলে বজ্রপাতে ভাই -বোনের মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে ।।** উত্তর ত্রিপুরার পেঁচারথল নবীনছড়া এলাকায় শনিবার বিকেলে বজ্রপাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে দুই ভাই-বোনের। মৃতরা হলেন সুমন্ত চাকমা (৩০) ও মিনা চাকমা (২৭)। আকস্মিক এই ঘটনায় গোটা এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার বিকেলে তারা নিজেদের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় হঠাৎ বজ্রপাত আঘাত হানে বাড়ির ইলেকট্রিক বোর্ডে। এতে কোনোভাবে গুরুতর আহত হন ভাই-বোন দুজন। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনায় আরও কয়েকজন শিশু আহত হয়েছে বলেও জানা গেছে। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ও শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

### বনমালীপুর বিজেপির প্রশিক্ষণ শিবিরে ভার্চুয়েলে

## কর্মীদের নিজ দায়িত্ব ও কাজের প্রতি মনযোগী হওয়ার আহ্বান বিপ্লবের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে ।।** বিজেপির সাংগঠনিক কর্মসূচিকে সামনে রেখে শনিবার বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত হল 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান'। ধলেশ্বরের কামিনী কুমার স্কুলে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে দলের কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বনমালীপুরের মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অতীতেও ছিল, বর্তমানে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। একইসঙ্গে তিনি দলীয় কর্মীদের মানুষের পাশে থেকে কাজ করার আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, "রাজনীতিতে নানা ধরনের মন্তব্য ও সমালোচনা থাকবেই। সেদিকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে নিজের দায়িত্ব ও কাজের উপর মনোযোগ দিতে হবে। দলের আদর্শই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

এদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজীব ভট্টাচার্য জানান, বিজেপি নিয়মিতভাবে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করে থাকে। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের নির্দেশে এবার 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান' কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, বনমালীপুর মন্ডলে শুরু হওয়া এই দুই দিনের প্রশিক্ষণ শিবির রবিবার শেষ হবে। প্রথম পর্যায়ে আটটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হবে এবং পরবর্তীতে জেলা স্তরে আরও বিস্তৃত আকারে প্রায় বারোটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে দলীয় কর্মীদের।

## সংগঠনকে শক্তিশালী করার বার্তা রাজীবের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে ।।** পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে শনিবার থেকে শুরু হল বিজেপি ৯ বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে দুই দিনের মন্ডল স্তরের প্রশিক্ষণ শিবির। ধলেশ্বরস্থিত কামিনী কুমার সিংহ মেমোরিয়াল স্কুলে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সহ-সভাপতি সুবল ভৌমিক, প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী সহ দলীয় অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

এদিন প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধনী বক্তব্যে সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দলের আদর্শ, সংগঠনের নীতি এবং জনসংযোগ আরও শক্তিশালী করতে এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর্মীদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে বিজেপি সর্বস্তরের কর্মীদের নিয়ে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে বদ্ধপরিকর। আগামী দিনে রাজ্যের প্রতিটি বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে আরও সক্রিয় ও শক্তিশালী করে তুলতেই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়, সরকারের জনমুখী প্রকল্প, রাজনৈতিক কার্যক্রম এবং কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

## অটো দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৪

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ মে।।** বিশালগড়ের রাস্তার মাথা এলাকায় ভয়াবহ অটো দুর্ঘটনায় চারজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। শনিবার এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দ্রুতগতির একটি অটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘটনায় অটোতে থাকা চারজন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকদের প্রাথমিক পরীক্ষার পর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মৃত যুবকের নামে আদালতের সমন, পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে ।।** মৃত এক যুবকের নামে আদালতের সমন পৌঁছানোকে কেন্দ্র করে খোয়াই জেলায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন মৃত যুবকের পরিবারের সদস্যরা।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালে দেবাশীষ দত্ত নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে খোয়াই থানায় একটি এনডিপিএস মামলা দায়ের হয়েছিল। মামলা নম্বর ১২/২০২১। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই যুবককে গ্রেফতার করে এবং তিনি প্রায় তিন মাস জেল হেফাজতে ছিলেন।

মৃতের মা জানান, জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই দেবাশীষ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। পরে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এরপর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও সম্প্রতি আদালত থেকে মৃত দেবাশীষ দত্তের নামে সমন পাঠানো হয় বাড়িতে। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের বাবা কৃষ্ণপদ দত্ত ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, যুবকের মৃত্যুর পরও পুলিশ প্রয়োজনীয় তথ্য আদালতে জমা না দেওয়াতেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার প্রতিবাদে পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

## ছয় মাসেই বেহাল ২০৮ জাতীয় সড়ক, বর্ষায় দুর্ভোগের শঙ্কা জনতার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ মে ।।** খোয়াই মহকুমা এলাকায় ২০৮ নং জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থাকে কেন্দ্র করে চরম ক্ষোভ তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। মাত্র ছয় মাস আগে সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হলেও বর্তমানে সড়কের বিভিন্ন অংশ আবারও ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। এতে যান চলাচলে নিত্যদিন ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন ছোট-বড় সব ধরনের যানবাহনের চালক ও যাত্রীরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, খোয়াই মহকুমা এলাকায় ২০৮ নং জাতীয় সড়কের সংস্কারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার কাজের গুণগতমান অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল।

ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই রাস্তার বিভিন্ন অংশে বড় বড় গর্ত ও ক্ষত তৈরি হয়েছে। সামনেই বর্ষাকাল শুরু হতে চলেছে। তাই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।

বিশেষ করে পাহাড়ি অংশগুলিতে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অল্প বৃষ্টি হলেই কাদামাটি ও ধসের কারণে যান চলাচল ব্যাহত হয়। অনেক সময় জেসিবি মেশিনের সাহায্যে যানবাহন পারাপার করাতে হয় বলেও জানান স্থানীয়রা।

বিভিন্ন মহলের দাবি, বর্ষা শুরুর আগেই দ্রুত ২০৮ নং জাতীয় সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলি মেরামত করার উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যথায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

## রাস্তা পরিদর্শনে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ ও ঘেরাও পূর্ত আধিকারিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৩ মে ।।** দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা গন্ডাছড়া মহকুমা সদরের সাত কিলোমিটার দীর্ঘ সার্কেল রোড ঘিরে তীব্র ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। শনিবার রাস্তা পরিদর্শনে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ ও ঘেরাওয়ের মুখে পড়তে হয় পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক ও ঠিকাদার সংস্থার প্রতিনিধিদের।

জানা যায়, গন্ডাছড়া মহকুমার ডিডব্লিউএস দপ্তরের পাশ থেকে শুরু হওয়া এই সার্কেল রোডটি ফিসারী অফিসের সীমানা ঘেঁষে নিখিল সরকার পাড়া হয়ে মূল সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তা নির্মাণের শুরু থেকেই কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছিল। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই রাস্তার অবস্থা সম্পূর্ণ বেহাল হয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় তিন বছর আগে রাস্তা সংস্কারের জন্য পূর্ত দপ্তর থেকে দরপত্র আহ্বান করা হয়। সেই কাজের বরাত পায় বহিঃরাজ্যের একটি সংস্থা 'রিদ্ধিসিদ্ধি'। অভিযোগ, কাজ শুরুর পর সংস্থাটি রাস্তার পুরনো ইট তুলে নিয়ে গেলেও পরবর্তীতে আর কোনো সংস্কার কাজ করেনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আইজিএমে চিকিৎসা না পেয়ে শিশুকে নিয়ে জিবিতে ছুট বাবার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে ।।** রাজ্যের অন্যতম সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান আইজিএম হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ফের উঠল গুরুতর অভিযোগ। এক শিশুর গলায় মাছের কাঁটা আটকে যাওয়ার পর জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলেও চিকিৎসা না পাওয়ার অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিবারের সদস্যরা।

অভিযোগ, শিশুটিকে নিয়ে পরিবারের লোকজন আইজিএম হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগে পৌঁছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, সেখানে ওই ধরনের চিকিৎসা সম্ভব নয়। পরিবারের দাবি, তখন বিকেল প্রায় চারটা বেজে গিয়েছিল এবং সেই কারণ দেখিয়েই চিকিৎসা পরিষেবা দিতে অপারগতা প্রকাশ করা হয়।

এরপর অসহায় অবস্থায় শিশুটির বাবা স্কুটিতে করেই কন্যাকে নিয়ে দ্রুত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## গাঁজাসহ যুবক আটক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে ।।** রেলপথে নেশা সামগ্রী পাচারের ঘটনা থামছেই না। ফের গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ এক যুবককে আটক করল পুলিশ।

জানা গিয়েছে, আজ কলেজটিলা ফাঁড়ির পুলিশ যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনে অভিযান চালায়। সেই সময় সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করে তল্লাশি চালানো হলে তার কাছ থেকে প্রায় চার কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। ধৃত যুবকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ১০ দিনে ৩ বার বাড়ল জ্বালানির দাম, চাপে জনতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে ।।** দেশজুড়ে ফের বৃদ্ধি পেল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে এই নিয়ে তৃতীয়বার জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। শনিবার আবারও পেট্রোল ও ডিজেলের দামে বৃদ্ধি হওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারেও তার প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ ক্রেতারা।

তথ্য অনুযায়ী, এদিন পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৮৭ পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০২ টাকা ২৯ পয়সা। অন্যদিকে ডিজেলের দাম বেড়েছে ৮৮ পয়সা, ফলে প্রতি লিটার ডিজেলের মূল্য হয়েছে ৯১ টাকা ২৩ পয়সা। ধারাবাহিকভাবে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে পরিবহণ খরচ বাড়ছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে বাজারে প্রতিদিনের ব্যবহার্য সামগ্রীর উপর।

সাধারণ মানুষের অভিযোগ, একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে রান্নার গ্যাস, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধির ফলে সংসার চালানো দিনদিন কঠিন হয়ে উঠছে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। কর্মসূত্রে প্রতিদিন যানবাহন ব্যবহারকারী মানুষদের ব্যয়ও অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।

পরিবহণ ব্যবসায়ীদের একাংশ জানিয়েছেন, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবেই পণ্য পরিবহণের খরচ বেড়ে যায়। এর ফলেই বাজারে সবজি, খাদ্যসামগ্রী সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামও বাড়তে শুরু করে। ফলে সাধারণ মানুষের উপর দ্বিগুণ চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।এদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছে। তাদের অভিযোগ, বারবার জ্বালানির দাম বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কোনও প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির জেরে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ। সাধারণ মানুষের এখন একটাই প্রশ্ন আর কত বাড়বে জ্বালানির দাম?

## গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ মে ।।** রাজ্যে একের পর এক সড়ক দুর্ঘটনার মাঝেই ফের দুর্ঘটনার খবর চড়িলাম মোটরস্ট্যান্ড এলাকা থেকে। শুক্রবার একটি তিন চাকার মালবাহী গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন ৪ নম্বর কলোনির বাসিন্দা রঞ্জিত ভট্টাচার্য (৬১)। দুর্ঘটনার পর অভিযুক্ত গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চড়িলাম মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় আচমকাই দ্রুতগতির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৪ মে, ২০২৬ ইং
৯ জৈষ্ঠ্য, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

# হাম আতঙ্কে প্রতিবেশী রাষ্ট্র

বাংলাদেশে বর্তমানে হাম ও হামের উপসর্গে শিশুমৃত্যু এবং আক্রান্তের হার উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, পরিস্থিতি সত্যিই বেশ আশঙ্কাজনক।গত ১৫ মার্চ থেকে ২৩ মে ২০২৬ পর্যন্ত দেশে হাম ও হামের উপসর্গে মোট শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ৫১২ জন ছাড়াইয়াছে। এর মধ্যে ল্যাবরেটরিতে হাম নিশ্চিত হওয়া শিশুর পাশাপাশি একটি বড় অংশ হামের বিভিন্ন জটিল উপসর্গ নিয়া মারা গিয়াছে। এ পর্যন্ত দেশজুড়িয়া ৬২,৫০৭ জনেরও বেশি শিশুর শরীরে হামের উপসর্গ দেখা দিয়াছে এবং হাজার হাজার শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহিয়াছে।আক্রান্তদের একটি বিশাল অংশ (প্রায় ৮০ু এর বেশি) হইতেছে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু। বিশেষ করিয়া যাহারা টিকার ডোজ সম্পূর্ণ করেনি বা একদমই টিকা পায়নি, তারাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রহিয়াছে।হাম মূলত একটি তীব্র ছোঁয়াচে ভাইরাসজনিত রোগ। এর প্রধান লক্ষণগুলো হইলতীব্র জ্বর এবং শরীর ম্যাজম্যাজ করা। চোখ লাল হওয়া, চোখ দিয়া জল পড়া এবং সর্দি-কাশি।জ্বরের ২-৩ দিন পর প্রথমে মুখে এবং পরে সারা শরীরে লালচে দানা বা র্যাশ ওঠা।মুখের ভেতরের অংশে ছোট ছোট সাদাটে দাগ দেখা দেওয়া।হামের কারণে নিউমোনিয়া, তীব্র ডায়রিয়া, অপুষ্টি, কান পাকা এবং মস্তিষ্কের প্রদাহের মতো মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে, যাহা মূলত শিশুদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়ায়। হাম প্রতিরোধের একমাত্র কার্যকর উপায় হইলো এমআর টিকা। সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি চালানো হইতেছে। আক্রান্ত শিশুকে প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার, বুকের দুধ এবং সহজে হজম হয় এমন পুষ্টিকর খাবার দিতে হইবে। হামের কারণে শিশুদের শরীরে ভিটামিন ”এ”-এর ঘাটতি দেখা দেয়, তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ভিটামিন ”এ” ক্যাপসুল খাওয়ানো অত্যন্ত জরুরি।যদি শিশুর শ্বাসকষ্ট হয়, জ্বর অতিরিক্ত বাড়িয়া যায়, শিশু কিছু খাইতে না পেরে বমি করে দেয়, প্রচণ্ড পাতলা পায়খানা হয় কিংবা ঝিমাইয়া পড়েতবে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া নিকটস্থ হাসপাতালে বা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়া যাইতে হইবে। বাংলাদেশে হাম এবং হামের উপসর্গে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বাড়ড়িয়াই চলিয়াছে। থামার কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ইতিমধ্যেই সে দেশে ৫০০ ছাড়াইয়া গিয়াছে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা। স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য বলছে, গত ১৫ মার্চ থেকে এখনও পর্যন্ত ৫১২ শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হাম এবং হামের উপসর্গে মৃত্যু হইয়াছে ১৩ শিশুর। তাহাদের মধ্যে হাম শনাক্ত হইয়াছিল এক জনের।গত ২৪ ঘণ্টায় যে ১৩ শিশুর মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বরিশালে এক জন। ঢাকায় চার, চট্টগ্রামে দুই, সিলেটে চার এবং ময়মনসিংহে এক শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। বরিশালে যে শিশুর মৃত্যু হইয়াছে, তাহার শরীরে হাম শনাক্ত

হইয়াছে। বাকি ১২টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে হামের উপসর্গে। স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য বলিতেছে, এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে হামের উপসর্গ ধরা পড়িয়াছে ৬২ হাজার ৫০৭ শিশুর শরীরে। হাসপাতালে ভর্তি ৪৯ হাজার ৩৮৯ শিশু।স্বাস্থ্য দফতর জানাইয়াছে, গত ১৫ মার্চ থেকে হামের উপসর্গে দেশে মৃত্যু হইয়াছে ৪২৬ শিশুর। এই সময়ের মধ্যে হাম শনাক্তের পর মারা গিয়াছে ৮৬ শিশু। পাঁচ শতাধিক শিশুর মৃত্যুতে বাংলাদেশে উত্তরোত্তর আতঙ্ক বাড়িতেছে। দু'মাসের মধ্যে হাম ভয়াবহ আকার ধারণ করায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন চিকিৎসকেরা।দেশের চিকিৎসক সংগঠন 'ডক্টরস ফর হেল্‌থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' এই পরিস্থিতির জন্য মহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারকেই দায়ী করিয়াছেন। তাহাদের অভিযোগ, ইউনূসের সরকার টিকাকরণের বিষয়টি নিয়া খুব একটা গুরুত্ব দিতে চায়নি। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চিকিৎসক এমএইচ ফারুকী জানাইয়াছেন, বাংলাদেশে সাধারণত ৯ মাস থেকে ৫ বছরের শিশুরা হামে আক্রান্ত হয়। সঠিক সময়ে সঠিক টিকা নেওয়া থাকিলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে। আক্রান্ত হইলেও মারাত্মক আকার ধারণ করে না। অভিযোগ, অন্তর্বর্তী সরকার শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। আগের সরকারের সময় ৬ মাস থেকে ৫ বছরের শিশুদের ছ'মাস অন্তর ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হইত। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার এই কর্মসূচি বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ফলে হামের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি আরও বাড়িয়াছে।

# নজরদারি এড়াতে এআই ব্যবহারে সতর্কতার পাঠ দিচ্ছে ইসলামিক স্টেট

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (আইএএনএস) : প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট বরাবরই নিজেদের অত্যন্ত সক্রিয় হিসেবে তুলে ধরেছে। এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নিজেদের জঙ্গিদের জন্য সতর্কতামূলক নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে সংগঠনটি। উদ্দেশ্য, নিরাপত্তা সংস্থার নজরদারি এড়িয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামিক স্টেট তাদের প্রচারমাধ্যম ''ভয়েস অব খোরাসান''-এর মাধ্যমে অনুসারীদের নিয়মিত বার্তা পাঠাচ্ছে। সেখানে মূলত শেখানো হচ্ছে কীভাবে প্রযুক্তি ও এআই ব্যবহার করেও নিরাপত্তা সংস্থার নজর এড়িয়ে চলা যায়।

২০১৩ সালে সিরিয়া ও ইরাকে কার্যক্রম শুরু করার সময় ইসলামিক স্টেট ভয় সৃষ্টি করতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। সে সময় তারা হলিউড ধাঁচের স্টুডিও তৈরি করে শিরশ্ছেদের ভিডিও বানাত। গোয়েন্দা সূত্রের মতে, সেই ভিডিওগুলির কিছু বাস্তব হলেও অনেক ভিডিও সাজানো ছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের ভয়ংকর ও শক্তিশালী হিসেবে তুলে ধরা।

পরবর্তীকালে সংগঠনটি এনক্রিপ্টেড যোগাযোগ ব্যবস্থা, অনলাইন প্রচার এবং উগ্রপন্থী মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার উপর জোর দেয়। বর্তমানে তাদের নিজস্ব ম্যাগাজিন ও নিউজলেটারও রয়েছে।

এআই প্রযুক্তির বিকাশকে ইসলামিক স্টেট নিজেদের প্রচারের জন্য বড় সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করছে। বিভিন্ন ভাষায় ভিডিও ও প্রচারসামগ্রী তৈরিতে তারা এআইয়ের সাহায্য নিচ্ছে।

তবে একই সঙ্গে সংগঠনটি উপলব্ধি করেছে যে অতিরিক্ত প্রযুক্তি নির্ভরতা ঝুঁকিও তৈরি করতে পারে। তাই এখন তাদের অনুসারীদের শেখানো হচ্ছে কীভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করেও নিরাপদ থাকা যায়।

''ভয়েস অব খোরাসান''-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, সংবেদনশীল তথ্য শেয়ার করতে সাধারণ চ্যাটবট ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কারণ এর মাধ্যমে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। পরিবর্তে ''ব্রেভ লিও''-র মতো গোপনীয়তাকেন্দ্রিক টুল ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নিবন্ধে বলা হয়েছে, ''এআই আগুনের মতো। এটি যেমন ঘর আলোকিত করতে পারে, তেমনই সবকিছু পুড়িয়ে দিতেও পারে।''

# পরিবেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা

শোভনলাল চক্রবর্তী

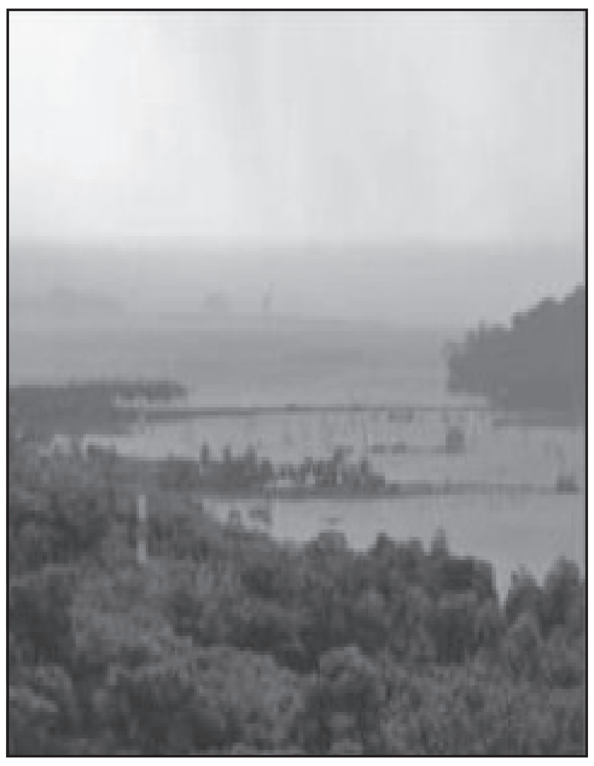

পঘটন ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ। তাকে পরিবেশবান্ধব রূপ দানের প্রচেষ্টাটি ইতিবাচক, সন্দেহ নেই। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরাও দীর্ঘ দিন ধরেই দু'টিকে এক সুতোয় বেঁধে দেওয়ার কথা বলে চলেছেন। সমস্যা হল, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যাকে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ বলে গড়ে তুলতে চায়, তা একান্তভাবে মুনাফাকেন্দ্রিক, যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জীববৈচিত্র, স্থানীয় অধিবাসী, আবহাওয়া কোনও কিছুর ভাবনাই জড়িত নেই। ইতিপূর্বে সংরক্ষণের নামে শরিস্কা টাইগার রিজার্ভ-এ নতুন করে সীমানা নির্ধারণের পরিকল্পনায় তার ছাপ দেখা গিয়েছে। আরাবল্লী পর্বতমালার পরিবর্তিত সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল এবং গ্রেট নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যেও ধ্বংসকারী মানসিকতার ছায়াটিকে উপেক্ষা করা যাচ্ছে না।

মালাক্কা প্রণালীর কাছে গ্রেট নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৮১, ০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিকাঠামো নির্মাণের প্রস্তাবিত প্রকল্পটিকে বলা হচ্ছে এক কৌশলগত অর্থনৈতিক পদক্ষেপ। এর মধ্যে দিয়ে ভারতের এই দক্ষিণতম দ্বীপাঞ্চলটিকে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক, অর্থনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ক কেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এক আন্তর্জাতিক মানের সামরিক ও বিলাসবহুল জাহাজের বন্দর, আন্তজাতিক বিমানবন্দর, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, এবং টাউনশিপ নির্মাণ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ভূপ্রকৃতিগতভাবে -এই অত্যন্ত সংবেদনশীল অঞ্চলটির পরিবেশ, জীববৈচিত্র এবং এখানকার বিলুপ্তপ্রায় জনজাতি জীবনের উপর এই বিশাল কর্মকাণ্ড এবং তার দরুন হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়া জনসংখ্যার সম্ভাব্য কুপ্রভাব নিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য জাতীয় পরিবেশ আদালতের সামনে এ সব অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, দ্বীপের মাত্র ১৮ শতাংশ জুড়ে হবে এই প্রকল্প। বাকি অঞ্চলের জঙ্গলে মোটেই হাত দেওয়া হবে না। জনজাতিদের উচ্ছেদের তো প্রশ্নই নেই। জাতীয় পরিবেশ আদালত এই ''কৌশলগত গুরুত্ব''-এর প্রশ্নেই প্রকল্পটিকে ছাড় দিয়েছে। জানিয়েছে, এতে পর্যাপ্ত পরিবেশগত সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।সম্প্রতি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী মোদী সরকারের এই স্বপ্নের প্রকল্পকে অন্যতম বৃহৎ দুর্নীতি এবং দেশের প্রাকৃতিক ও জনজাতি গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের প্রতি অপরাধ বলেছেন। জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অতি ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি গোষ্ঠীর হাতে এই দ্বীপের জমি তুলে দেওয়ার জন্যই এই প্রকল্পের পরিকল্পনা। যে দ্বীপ ভারতের চিরহরিৎ অরণ্যের অন্যতম ঠিকানা ছিল, সেই দ্বীপে শুধু এই প্রকল্পের কারণে লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা পড়বে। ঠিক এই আশঙ্কার কথাই বলে আসছেন পরিবেশবিদরা। গ্রেট নিকোবরে নির্মিত হবে জাহাজের বন্দর, বিমানবন্দর, উপনগরী, বিলাসবহুল শহর, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, পর্যটন কেন্দ্র ইত্যাদি।

অর্থাৎ, দ্বীপপুঞ্জের এক বিশাল অংশের চরিত্রগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞ কেন? যে প্রকল্পে চিরহরিৎ বনভূমি উজাড় করে হরিয়ানায় বিকল্প বনভূমি গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়, সেই প্রকল্পে ''সুরক্ষাকবচ'' এর সরকারি দাবিও হাস্যকর ঠেকে। ভূপ্রকৃতিগত ভাবে সংবেদনশীল, ভূমিকম্পপ্রবণ এক দ্বীপপুঞ্জে যে কোনও ভারী নির্মাণকাজই বিপদস্বরূপ, সেখানে একযোগে এত কিছুর পরিকল্পনাই বা কেন? কংগ্রেস এর আগেও বিপন্ন শম্পেন জনজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল।

সেই সূত্র ধরেই সম্প্রতি রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, কী ভাবে জনজাতি গোষ্ঠীর জমি কেড়ে বড় ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে। অবশ্য, যে বৃহত্তর ক্ষতির মুখে তাঁরা ইতিমধ্যেই দাঁড়িয়ে, সেই ক্ষতির পূরণ টাকার অঙ্কে অসম্ভব। শম্পেনরা সুনামির ধাক্কায় এক বার বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। ফের তাঁদের উৎখাত হতে হলে হয়তো শীঘ্রই তাঁরা নিশ্চিহ্ন হবেন।

দুর্ভাগ্য, সর্বগ্রাসী দক্ষিণপন্থী রাজনীতির চোখে তাঁদের অস্তিত্বের মূল্য কানাকড়িও নয়। কেন্দ্রের আশ্বাসবাণীতে নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই। ২০২৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশে শরিস্কা টাইগার বিজার্ভ-এর কোর এরিয়া-র সীমানার এক কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত পঞ্চাশটির বেশি খনিতে কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু গত বছরের জুলাইতে জাতীয় বন্যপ্রাণ পর্ষদ রাজস্থান সরকারের এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, শরিস্কা টাইগার রিজার্ভের বর্তমান ক্রিটিক্যাল টাইগার হ্যাবিট্যাট (সিটিএইচ)-এর মধ্যে থেকে ৪৮.৩৯ বর্গকিলোমিটার এলাকা সরিয়ে দেওয়া হবে এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে বাফার জোনের ৯০.৯১ বর্গকিলোমিটার এলাকা সংযুক্ত করা হবে। এক বালক দেখে মনে হতে পারে সিটিএইচ-এর মোট পরিধি বাড়ল, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তার ফল ইতিবাচক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মূল ঘটনাটি অন্য। প্রথমত, জঙ্গলের বাফার জোন-গুলিকে বন্যপ্রাণীরা কোর এরিয়া-য় প্রবেশ বা বেরোনোর পথ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। সেই অঞ্চলকে ছোট করে দেওয়ার অর্থ বাঘ-সহ বন্যপ্রাণীদের অনায়াস চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা। একদা বাঘ-শূন্য হয়ে পড়া শরিস্কা যখন তার কৌলীন্য ফিরে পেতে শুরু করেছে, তখন এই ধাক্কা প্রত্যাশিত নয়। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, নতুন করে সীমানা নির্ধারণের এই প্রচেষ্টায় সেই মার্বেল, ডলোমাইটের খনিগুলির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা, সুপ্রিম কোর্ট যেগুলির কাজকর্ম আগেই বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। সুতরাং, সংরক্ষণের নামে আসলে যে খনিমাফিয়াদেরই সন্তুষ্ট করার উদ্যোগ করা হয়েছে, তেমন সন্দেহ অপ্রাসঙ্গিক নয়। ঠিক একই ভাবে আরাবল্লীকে ভেঙেচুরে তার

ভিতর থেকে চুনাপাথর, গ্র্যানিট, মার্বেল, খনিজ বার করে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। দেশজোড়া প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত শীর্ষ আদালত তার পূর্ববর্তী রায় কার্যকরের উপর স্থগিতাদেশ দিয়ে এক কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছে এই সংজ্ঞার পরিবেশগত এবং আইনি দিক খতিয়ে দেখতে। যদিও ইতিমধ্যেই অসংখ্য অবৈধ খননের ধাক্কায় অপূরণীয় ক্ষতিসাধনের কাজটি সম্পন্ন। প্রতি বর্ষায় ভেঙেচুরে তছনছ হচ্ছে উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম। অবৈজ্ঞানিক ভাবে নির্মাণকাজ, অপ্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ, কেটে সাফ করে দেওয়া বনরাজি সবই কিন্তু ওই ''উন্নয়ন''-এরই নামে। হায়দরাবাদ ইউনিভার্সিটি লাগোয়া ৪০০ একরের ময়ূর-হরিণের বাসস্থান জঙ্গলটিতে যখন বুলডোজার নেমেছিল, তখনও ধ্বংসকারীদের মুখে ছিল সেই উন্নয়নের বুলি। তাই উন্নয়নের নামে নিকোবরের কর্মযজ্ঞ নিয়ে সংশয় কাটতে চায় না। এই প্রকল্প অঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে ভারতের সর্বাপেক্ষা ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার মধ্যে।

অদূর ভবিষ্যতে এখানে অতি তীব্র ভূমিকম্প এবং সুনামির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ২০০৪ সাল তার একটি নমুনা দেখেছে। তীব্র ভূমিকম্পে প্রায় সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে ইন্দিরা পয়েন্ট। সেই ধাক্কার রেশ এখনও পুরো মেলায়নি। প্রায়শই ছোট-মাঝারি ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে এখানকার মাটি। এর উপর ম্যানগ্রোভ-সহ অরণ্য উচ্ছেদ হলে গোটা অঞ্চলই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রকল্পের ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষা হয়েছে সামান্যই। দেশের সুরক্ষার জন্য এই অঞ্চলে ভারতের সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি জোরদার করা বা ভারত মহাসাগরে নজরদারি চালানোর মতো উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠতে স পারে না। কিন্তু নিকোবরের মতো ভূপ্রকৃতিগত ভাবে ভসংবেদনশীল এলাকায় তা গড়ে তুলতে হলে দীর্ঘ প্রস্তুতি, সমীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক।

অবশ্য সরকার ''অন্য''দের পরামর্শ মেনে সুস্থায়ী স পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন-রেখা প্রস্তুত করবে, এমন প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং, ''পর্যাপ্ত পরিবেশগত সুরক্ষা'' সত্ত্বেও নিকোবরের ভবিষ্যৎ ঘোর অনিশ্চিত। এই প্রকল্প নিছক উন্নয়ন যজ্ঞ নয়, বরং জীববৈচিত্রের স্বর্গটিকে রাতারাতি এক জমজমাট বাণিজ্যিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার সরকারি কৌশল। এর কোপে কাটা পড়তে পারে অন্তত যাট লক্ষ গাছ। পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক যদিও জানিয়েছে, প্রকল্পের কাজে দশ লক্ষেরও কম গাছ কাটা হবে। সে পরিসংখ্যানও যদি সত্য হয়, তা হলেও সেই ক্ষতি পূরণ হবে কী উপায়ে? বৃষ্টি-অরণ্য গড়ে উঠতে বহু বছর সময় লাগে। কোন জাদুমন্ত্রে সেই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা যাবে? বিপন্ন লেদারব্যাক টার্টল-এর প্রজনন ক্ষেত্রটিও কি অটুট থাকবে? গ্যালাথিয়া বে-তে প্রস্তাবিত বন্দর ধ্বংস করতে পারে এরপ্রবাল প্রাচীর এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র। সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বিশ্ব জুড়েই সামুদ্রিক প্রবাল বিবর্ণ হয়ে পড়ছে। তাকে রক্ষার পরিবর্তে আরও বিপদে ঠেলে দেওয়ার প্রয়াসটি পরিবেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

**(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

# 'জঠরের জ্বালা আর সহে না তারা' কালীসাধক রামপ্রসাদের সমাজ-সাধনা

**প্রসেনজিৎ দত্ত:** তখনও বেঁচে ছিলেন রামপ্রসাদ সেন (১৭১৮-১৭৭৫)। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ পরিণতি এড়িয়ে যেতে পারেননি বাংলার মরমী এই সাধক। তেমনটাই স্বাভাবিক। তৎকালীন আর্থিক দুরবস্থা ও গ্রামীণ সংস্কৃতির অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে রামপ্রসাদ সেনের রচনাকে বলা যেতে পারে কালীভক্তি আন্দোলনের সূচক। তত্ত্বকথার আড়ালে কালই কালীর অন্যরূপ। কেবলই মন্বন্তর নয়, ১৭৩৯-এর মহাপ্লাবন, ১৭৪২ ও ১৭৫২-এর বর্গিহানা, ১৭৫৭-এর পলাশির যুদ্ধ — এসবেরও ভয়াবহ প্রভাব পড়েছিল বাংলার কৃষি ও সাধারণ মানুষের ওপর। বলাই বাহুল্য, সেই সময় আমআদমির মনের খুব কাছের হয়ে উঠেছিল রামপ্রসাদের গান। ১৮২৯ সালে রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বিলোপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার অনেক আগেই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামপ্রসাদ বলেছিলেন, ''নহে শাস্ত্রসমত্বা সমত্বা সহমৃতা।''

বাংলার অর্থনীতি তখন মুমূর্ষু। আর মুমূর্ষু রোগী উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে তার মৃত্যু ঘটা স্বাভাবিক। ঘটেছিলও তাই। দিনের পর দিন, দশকের পর দশক মুমূর্ষু বাংলার শরীর উপযুক্ত চিকিৎসা না পেয়ে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে প্রাণ হারাল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রবার্ট ক্লাইভ এ দেশে আবার ফিরে আসেন। ইংরেজ সরকারের গভর্নর নিযুক্ত হন তিনি। তারপরেই দিল্লির বাদশা শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। সেই দিনটি ছিল ১৭৬৫-র ১ আগস্ট। এর পরবর্তীতে পূর্ব ভারতের এইসব অঞ্চলে যে শাসনব্যবস্থা চালু হয়েছিল, তা দ্বৈত শাসন' নামে পরিচিত। অর্থাৎ নবাবের হাতে থাকবে প্রশাসনিক দায়িত্ব আর রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের পূর্ণ কর্তৃত্ব পাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এর জেরে বাংলার নবাব আসলেই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। এই সুযোগে কোম্পানির লোকেরা খাজনা আদায়ের নামে অবাধ লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করে দেয়। ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬)-এ অনাবৃষ্টি হয়। দেখা দেয় চরম বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষ। প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যান। রামপ্রসাদ তাঁর জীবদ্দশায় বর্গির অত্যাচার দেখেছেন। দেখেছেন মারাঠা দস্যুদের নারী নির্যাতন, শস্যভরা গোলাঘর লুণ্ঠন। পলাশির যুদ্ধে সিরাজদৌলার ভাগ্যবিপর্যয় থেকে হেস্টিংসের শাসন, সবকিছুই রামপ্রসাদের সময়কালে ঘটেছিল। এরই মধ্যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং তার আগে বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচার এই সাধক কবিকে বিমুখ করতে পারেনি। দেশজনীন অন্নহীনতায় যখন দেশ কাতর, যখন 'everybody and everything was on sale', রামপ্রসাদ লিখলেন- ''অন্ন দে গো অন্ন গো, অন্ন দে জানি মায়ে দেয় ক্ষুধার অন্ন অপরাধ করিলে পদে পদে। মোক্ষপ্রসাদ দেও অম্বে, এ সুখে অবিলম্বে জঠরের জ্বালা আর সহে না তারা কাতর হইও না প্রসাদে।'' আর একটি পদে পাওয়া যায়, ''অন্নপূর্ণা মা থাকিতে মোর ভাগ্যেতে একাদশী।'' এ কথা তো কেবল তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চারণ নয়। এ কথা খণ্ডিতের মধ্যে সমগ্র আবার সমগ্রের মধ্যে খণ্ডিত। পরবর্তীকালে এমনই এক কথা আরও এক দেশনায়কের কাছেও শোনা গিয়েছিল। খাদ্যখামারে যখন দুর্ভিক্ষের কীট হুল ফুটিয়েছিল, সেই বিষের জ্বালা সহ্য করা স্বামী বিবেকানন্দ ১৯ মার্চ ১৮৯৪-এ একখানি চিঠি লিখেছিলেন রামকৃষ্ণানন্দকে, ''দরিদ্র আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না --- একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথরটুকরোর উপর বসে, এই আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না --- গুরুদেব বলতেন না, ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবনযাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা --- পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু-পা দিয়ে দলেছে।'' সময় পালটালেও গরিব মানুষের উপর অত্যাচার বা নির্যাতন পালটায় না। রামপ্রসাদের কথায়, ''কেউ যায় মা পাল্কী চড়ে, কেউ তারে কাঁধে করে।/ কেউ তারে দেয় শাল-দোশালা কেউ পায় না ছেঁড়া ট্যানা।'' এইসব কথা রামপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে। এগুলি অসূয়াজাত নয়, কোনও অভিযোগও নয়। ভক্তের কোনও জাত নেই। ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চললে কি আর প্রকৃত ভক্তিতে মন দেওয়া যায়? কালী আসলে 'সমন্বয়ের অবতার, সমঝোতার, সহানুভূতির অবতার'। এই সার কথাই মানুষ ভুলে যায়। রামপ্রসাদের সময় বলে নয়, যুগ যুগ ধরে ''যার মা জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুগে''। তখনও তাই। এখনও তাই। সভ্যতা এগোলেও প্রেক্ষিত বদলায় না। অরুণ কুমার বসু রামপ্রসাদকে নিয়ে লিখতে গিয়ে বলছেন, '''তুমি ভালো করেছ মা আমারে বিষয় দিলে না' পদটিতে বিষয়বঞ্চিত সর্বহারা দিনমজুরের রূপকে কবি মাতৃসাধনার ইঙ্গিত দিয়েছেন।'' রামপ্রসাদের অসংখ্য পদের মধ্যে দীনতার কথা ফুটে ওঠে। যেমন — ক) থাকি একখান ভাঙা ঘরে তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে।। খ) মায়ের এম্নি বিচার বটে।

যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে তারি কপালে বিপদ ঘটে।।

গ) মাটির দেওয়াল বাঁশের খুঁটি তায় পারি না খড় জোটাতে।।

বাবা রামরাম সেনের মৃত্যু হলে দারিদ্র্যের বশবর্তী হয়ে রামপ্রসাদ কলকাতায় এসে দুর্গাচরণ মিত্র নামে এক ধনীর কাছারিতে মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে কেরানির কাজ শুরু করেন। কথিত আছে, কাছারির হিসাবের খাতায় শ্যামাসংগীত লিখতে শুরু করলে অন্যান্য কর্মচারী তাঁদের মালিকের কাছে রামপ্রসাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানান। কিন্তু দুর্গাচরণ মিত্র গানগুলি পড়ে রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি কবিকে কেরানির কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে স্বগ্রামে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁর মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করেন। তিনি নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবিও ছিলেন। 'কবিরঞ্জন' উপাধিও পেয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে। তবে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে জমিদারি ব্যবস্থার টালমাটাল অবস্থা দেখা যায়। কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২) নানা মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হয়ে যান। এই কথাও লিখে রেখেছেন রামপ্রসাদ --- ''প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি। ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি --- তারে দিলি জমদারি।।'' রামপ্রসাদ তাই অভিমান করেন। একদিকে কোম্পানির শাসনের যুগ। অন্যদিকে প্রিয় রাজার বিপর্যয়, জমিদারি পেলেন পান-ব্যবসায়ী কৃষ্ণপান্তি। বিষয়ের বিষ তাঁকে দগ্ধ করেছে। কালীকেই দুষেছেন তিনি --- ''হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথায় পাব টাকাকড়ি। আমায় ফকির বানায়ে, বসে আছে রাজকুমারী।। হুজুরে উকীল যে জনা, ডিসমিস তাঁর আশায় ভাবি। করে আসল সন্ধি সওয়ালবন্দী যে রূপেতে আমি থরি।।

পালাইতে স্থান নাই মা, বল
কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ,
তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি।।''

আসলে ইতিহাস এমনই। স্মরণ করব ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠির সেই কথা। ধনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিকতাবাদের চরম উৎকর্ষের দিনে মার্কস বলেছিলেন, কাঞ্চনকে কেন্দ্র করে মানবসমাজ ঘুরছে। ফ্রয়েড বলেছিলেন, কাঞ্চন নয়, কাম। রামকৃষ্ণ জবাব দিলেন --- কাঞ্চন বা কাম নয়, ঈশ্বরকে কেন্দ্র করেই মানব সভ্যতার উত্তরণ। বিজ্ঞানের ভাষায় (পৃথিবী-কেন্দ্রিক)। এর পর (সূর্য-কেন্দ্রিক), সাহিত্য শিল্পের ভাষায় (মানব-কেন্দ্রিক) এবং মরমিয়ার ভাষায় (ঈশ্বর-কেন্দ্রিক)। এক একটি অভিধায় সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করেছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। অথচ সেই সভ্যতায় সুখী থেকেছেন কেবল একশ্রেণির মানুষই। অতি মন্থনে তাই বিষই ওঠে। অমৃত পাওয়া আর হয় না। আমাদের এই দেশে অর্ধেকের বেশি মানুষ আধপেটা খেতে পায়। সমীক্ষাও তাই বলছে। রামপ্রসাদের গান তাঁর সমসময়ের গণ্ডিকে অতিক্রম করেছে। অন্নচিন্তা চমৎকারা, ঘরে ভাত নাই তাই জীয়ন্তে মরা। এরপর কথা নেই।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

# জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে বিশ্বের তুলনায় ভারতের চাপ সবচেয়ে কম, দক্ষিণের বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলোতেই সর্বোচ্চ দাম

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (আইএএনএস) : চলতি মে মাসে টানা তিন দফায় পেট্রোল ও ডিজেলের দাম লিটার প্রতি প্রায় ৫ টাকার কম বৃদ্ধি পেলেও, বিশ্বের অন্যান্য বড় অর্থনীতির তুলনায় ভারতে এই বৃদ্ধি সবচেয়ে কম বলে দাবি করা হয়েছে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তে। সরাসরি ভর্তুকি দেওয়া উপসাগরীয় দেশগুলি বাদ দিলে, এটিই নাকি বিশ্বের মধ্যে "সবচেয়ে কম উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি"।

তথ্য অনুযায়ী, দেশে যেসব রাজ্যে পেট্রোল-ডিজেলের দাম সবচেয়ে বেশি, তার বেশিরভাগই কংগ্রেস জোট পরিচালিত দক্ষিণের রাজ্য। এর মধ্যে রয়েছে তেলেঙ্গানা, কেরল, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু। এছাড়া এনডিএ-সমর্থিত অন্ধ্রপ্রদেশেও জ্বালানির উপর অত্যন্ত বেশি ভ্যাট ও অতিরিক্ত সেস ধার্য থাকায় সেখানে দাম অনেক বেশি।

অন্যদিকে, সবচেয়ে কম দামের রাজ্যগুলির তালিকায় রয়েছে বিজেপি শাসিত গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা, গোয়া ও অসম। যদিও মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ বিজেপি পরিচালিত রাজ্য, তবুও সেখানে তুলনামূলক বেশি ভ্যাট ও সাম্প্রতিক সেসের কারণে দাম কিছুটা বেশি রয়েছে। সর্বশেষ মূল্য সংশোধনের পর অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও কেরলে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ১১২ টাকার উপরে পৌঁছেছে। এর মধ্যে তেলেঙ্গানা ও কেরল ইন্ডি জোট পরিচালিত রাজ্য। জানা গেছে, এই তিন রাজ্যেই দেশে সর্বোচ্চ হারে ভ্যাট ধার্য করা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে পেট্রোলের উপর ৩১ শতাংশ ভ্যাটের পাশাপাশি লিটার প্রতি ৪ টাকা অতিরিক্ত চার্জ ও রোড ডেভেলপমেন্ট সেস নেওয়া হয়। ফলে কার্যকর করের হার প্রায় ৩৫ শতাংশে পৌঁছেছে। তেলেঙ্গানায় পেট্রোলের দাম প্রায় ১১৬ টাকা ছুঁয়েছে। কেরলেও মূল ভ্যাটের সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা সেস যোগ করা হয়েছে।

অন্যদিকে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা, গোয়া ও অসমে পেট্রোলের দাম ১০২ টাকার নিচে বা আশেপাশে রয়েছে। এই ছয়টি রাজ্যই বিজেপি শাসিত। সূত্রের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারকে আবগারি শুল্ক কমানোর দাবি জানালেও বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলি নিজেদের আরোপিত ভ্যাট কমানোর ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের ২৭ মার্চ কেন্দ্র সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের উপর লিটার প্রতি ১০ টাকা করে আবগারি শুল্ক কমিয়েছিল। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি সেই সম্পূর্ণ ছাড় সরাসরি ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয় বলেও দাবি করা হয়েছে।

এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অতিরিক্ত কর আরোপের অভিযোগও রাজ্যভিত্তিক তথ্যের সামনে টেকে না বলে দাবি সূত্রের। কারণ, সর্বোচ্চ কর আরোপকারী রাজ্যগুলির অধিকাংশই কেন্দ্রের বিরোধী রাজনৈতিক দলের শাসনে রয়েছে।

হরমুজ প্রণালী সংকটের সময় আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ১২৬ ডলারে পৌঁছলেও, ভারত সরকার পেট্রোলে প্রায় ২৪ টাকা এবং ডিজেলে প্রায় ৩০ টাকা প্রতি লিটার ভর্তুকি বহন করছিল বলে সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি হরমুজ প্রণালী বন্ধ হওয়ার পর থেকে ১৫, ১৯ ও ২৩ মে পর্যন্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলির মূল্য সংশোধন হওয়া পর্যন্ত মোট ৭৬ দিন ধরে ভারতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম প্রায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল। অথচ একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জ্বালানির দাম ১০ শতাংশ থেকে শুরু করে কোথাও কোথাও ৯০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

**CORRIGENDUM**
E-Tender vides No.3780/ F.14/ COMN/2026-27 dated 18/05/2026
well as tender ID. No. 2026_SPCO_73052_1 dated 22/05/2026 for Procurement of Supply of Control Unit (Bosch) for PA System will be uploaded in e-Procurement Portal on 25-05-2026 instead of 22-05-2026 due to technical glitch.
ICA-C-559/26
**Superintendent of Police (Communication) Tripura; Agartala**

## খারাপ ঋণ আদায়ে ব্যাঙ্কগুলিকে প্রশাসনিক সহায়তার আশ্বাস পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

কলকাতা, ২৩ মে (আইএএনএস) : রাজ্যে অনাদায়ী ঋণ, বিশেষ করে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ে ব্যাঙ্কগুলির দীর্ঘদিনের দাবি মেটাতে উদ্যোগী হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের নতুন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার।

রাজ্যের স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটি-র বৈঠকে দীর্ঘদিন ধরেই একদিকে রাজ্য সরকার ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ-আমানত অনুপাত বা ক্রেডিট-ডিপোজিট রেশিও বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে আসছিল, অন্যদিকে ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিরা ঋণ পুনরুদ্ধারে পর্যাপ্ত প্রশাসনিক সহযোগিতার অভাবের অভিযোগ তুলে আসছিলেন।

নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রশাসনিক সহায়তার অভাবে ঋণ আদায়কারী কর্মীরা বহু সময় ঋণখেলাপিদের এবং তাদের সহযোগীদের হুমকি, হয়রানি এমনকি শারীরিক আক্রমণের মুখেও পড়তেন। স্থানীয় রাজনৈতিক মদতের অভিযোগও উঠেছে একাধিক ক্ষেত্রে।

রাজ্য সরকারের এক আধিকারিকের কথায়, "নতুন সরকার এসএলবিসি বৈঠকে আরও সহযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়। ব্যাঙ্কগুলিকে সিডি রেশিও বাড়াতে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি ঋণ পুনরুদ্ধারকারী কর্মীদের নিরাপদে কাজ করার জন্য প্রশাসনিক সহায়তাও নিশ্চিত করা হবে।"

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ক্রেডিট-ডিপোজিট অনুপাত প্রায় ৭১ শতাংশ, যা জাতীয় গড় ৮২ শতাংশের তুলনায় অনেকটাই কম। এছাড়াও নতুন সরকার তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুযোগ বাড়ানোর দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এসএলবিসি-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মাত্র ৬ থেকে ৭ শতাংশ সামাজিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে তফসিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত একাধিক কেন্দ্রে বিজেপির সাফল্যের পর এই সম্প্রদায়গুলির উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। সেই বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই প্রান্তিক মানুষের জন্য ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

# বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হামলা বন্ধের আর্জি, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে তসলিমা নাসরিনের খোলা চিঠি

ঢাকা, ২৩ মে (আইএএনএস) : বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ক্রমবর্ধমান হামলা, জমি দখল এবং ধর্মীয় উগ্রবাদের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখলেন নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা ও মানবাধিকার কর্মী তসলিমা নাসরিন।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় তসলিমা নাসরিন বলেন, "আপনি বলেছিলেন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হবে। কিন্তু বাস্তবে আবারও আমরা দেখছি হিন্দুদের উপর হামলা, জমি দখল এবং গুজব ও অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের জীবন ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে।"

তিনি অভিযোগ করেন, সম্প্রতি "ইসলাম অবমাননা"-র অভিযোগ তুলে একাধিক হিন্দু যুবক ও ব্যক্তিকে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলি নিশানা করেছে।

তসলিমা নাসরিনের দাবি, সাতক্ষীরার স্কুলশিক্ষক গৌরাঙ্গ সরকার, গোপালগঞ্জের এক স্কুলের কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর মিঠু মণ্ডল এবং গৌরীপুর কলেজের শাওন চন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ তুলে হামলা চালানো হয়েছে। অথচ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে পুলিশই আক্রান্তদের গ্রেপ্তার করেছে বলে অভিযোগ তাঁর।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, "জেল থেকে বেরিয়ে এরা কী করবে? চাকরি হারিয়ে, সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে এবং চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে তারা কীভাবে বাঁচবে? তাদেরও কি শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হবে?"

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৯ মে সাতক্ষীরা জেলায় গৌরাঙ্গ সরকার নামে এক হিন্দু শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে মন্তব্যের জেরে মুসলিম ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে আটক করে পুলিশ। একই দিনে ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলার শাওন চন্দ্র দাসকেও ইসলামি ধর্মগ্রন্থ অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের আগে "তৌহিদী জনতা" নামে পরিচিত একটি ইসলামপন্থী সংগঠন গৌরীপুর পৌর এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে এবং শাওনের ফাঁসির দাবিও তোলে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনাগুলিকে "বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের অংশ" বলে উল্লেখ করেন তসলিমা নাসরিন। তিনি বলেন, "এর আগে রসরাজ দাস, টিটু রায়, উৎসব মণ্ডল, দীপু দাস-সহ বহু হিন্দুর জীবন ধ্বংস করা হয়েছে। ধর্ম অবমাননার গুজব ছড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে হামলা চালানো হয়েছে। ঘরবাড়ি পুড়েছে, মন্দির ভাঙচুর হয়েছে, নিরীহ মানুষ জেলে গিয়েছে এবং অনেকে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।"

তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, দেশজুড়ে হিন্দুবিরোধী ঘৃণা ছড়ানো এবং গণপিটুনির ঘটনায় উসকানিদাতাদের বিরুদ্ধে আদৌ কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না।

তসলিমা নাসরিনের মতে, "ধর্ম অবমাননা"-র অভিযোগ এখন ভিন্নমত দমন, সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন এবং সামাজিক সন্ত্রাস ছড়ানোর অস্ত্র হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, "যারা ধীরে ধীরে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য দেশে পরিণত করতে চায়, রাষ্ট্র যদি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান না নেয়, তাহলে সেই নীরবতা তাদের আরও উৎসাহিত করে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি। অথচ আজ বাংলাদেশে সেই স্বাধীনতা প্রায় অস্তিত্বহীন।"

## দেশে পেট্রোল-ডিজেলের কোনও সামগ্রিক ঘাটতি নেই: ইন্ডিয়ান অয়েল

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (আইএএনএস) : দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের কোনও সামগ্রিক ঘাটতি নেই বলে জানিয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েল। শনিবার সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, কয়েকটি পাম্পে যে জ্বালানি সরবরাহে সমস্যা দেখা গিয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় এবং সাময়িক।

আইওসি-র বক্তব্য, কিছু এলাকায় চাহিদা ও সরবরাহের সাময়িক ভারসাম্যহীনতা এবং বিক্রির ধরণে পরিবর্তনের কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সংস্থা বিষয়টি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে এবং দ্রুত সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, "গ্রাহক এবং সাধারণ মানুষকে আমরা আশ্বস্ত করতে চাই যে দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের কোনও সামগ্রিক সংকট নেই। কিছু নির্দিষ্ট খুচরো বিক্রয় কেন্দ্রে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা অত্যন্ত সীমিত ও সাময়িক।"

আইওসি জানিয়েছে, ফসল কাটার মরসুমে ডিজেলের চাহিদা বৃদ্ধি, বেসরকারি পাম্পে তুলনামূলক বেশি দামের কারণে গ্রাহকদের সরকারি পাম্পমুখী হওয়া এবং সরকারি সংস্থাগুলির বাড়তি কেনাকাটার ফলে কয়েকটি পাম্পে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে।

দেশজুড়ে আইওসি-র ৪২ হাজারেরও বেশি পেট্রোল পাম্পের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক কেন্দ্রে সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে বলে দাবি করা হয়েছে। অধিকাংশ পাম্পেই পর্যাপ্ত মজুত এবং স্বাভাবিক সরবরাহ বজায় রয়েছে। এদিকে শনিবার ফের পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি। গত ১০ দিনের মধ্যে এটি তৃতীয়বার জ্বালানির দাম বৃদ্ধি।

# বিআইএস গুয়াহাটি কর্তৃক বশিষ্ঠ চারিয়ালিতে অবস্থিত বে-আইনি গহনার দোকানে তল্লাশি অভিযান

এ গুয়াহাটি, ২২ মে ২০২৬ ভারতীয় মানক ব্যুরো (বিআইএস), গুয়াহাটি শাখা কার্যালয়ের আধিকারিকরা ২২ মে গুয়াহাটির বশিষ্ঠ চারিয়ালি এলাকায় শ্রী সাইনাথ জুয়েলার্সে একটি তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করেন। বিনা হলমার্কিং রেজিস্ট্রেশনে সোনার গহনা বিক্রির অভিযোগের ভিত্তিতে পরিচালিত এই অভিযানের সময় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি সরকারি রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই দোকানের ব্যানার ও বাইরের দেয়ালে বিআইএস হলমার্কের লোগো প্রদর্শন করছিল।

সূত্রের খবর, দোকানটির ভুয়ো হলমার্কযুক্ত গহনা বিক্রির একাধিক অভিযোগ রয়েছে, যা ভারতীয় মানক ব্যুরো আইন (বিআইএস অ্যাক্ট), ২০১৬-এর গুরুতর লঙ্ঘনরূপে চিহ্নিত করেছেন আধিকারিকরা। তাঁরা জানিয়েছেন, বিআইএস অ্যাক্ট, ২০১৬-এর ধারা ১৫(১) এবং ১৫(২) লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে। কারণ উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা এবং সোনার বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে ভারত সরকার ৩৮০ টি জেলায় সোনার অলঙ্কারের হলমার্কিং বাধ্যতামূলক করেছে। বিআইএস অ্যাক্ট, ২০১৬ অনুযায়ী ধারা ১৪(১)-এর আওতাভুক্ত কোনো পণ্য ভারতীয় মানক ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন ছাড়া আমদানি, বিতরণ, বিক্রয়, সংরক্ষণ বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করা যাবে না। এছাড়াও, বিআইএস নিবন্ধিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কেউ ধারা ১৪(৩) ঘোষিত পণ্যে আইএসআই মার্ক বা হলমার্ক ব্যবহার করে তা বিক্রয়, প্রদর্শন বা বিক্রয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে না এবং বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্র বা অনুরূপ মাধ্যমে আইএসআই মার্ক বা হলমার্ক দাবি করতে পারবে না।

উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে তথ্য বা অভিযোগ পাওয়া মাত্রই ভারতীয় মানক ব্যুরো নিয়মিতভাবে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে আসছে। উত্তরপূর্বাঞ্চলে কোনো বাধ্যতামূলক পণ্য রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বিক্রি করা হলে অথবা আইএসআই মার্ক বা বিআইএস হলমার্কের অপব্যবহার ঘটতে দেখলে তা কর্তৃপক্ষকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে:

The Head– Guwahati Branch Office–
2nd Floor– West End Building Block– Housefed Complex–
Dispur– Guwahati– Assam – 781006.

এছাড়াও ghbo@bisƒgovƒin ইমেলে অভিযোগ পাঠানো যেতে পারে। অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখা হবে বলে জানিয়েছেন গুয়াহাটি শাখা কার্যালয়ের নির্দেশক।

## ত্বিশা শর্মা আত্মহত্যা মামলা স্বামী সমর্থ সিংকে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ

ভোপাল, ২৩ মে: মডেল-অভিনেত্রী ত্বিশা শর্মা আত্মহত্যা মামলার মূল অভিযুক্ত এবং তাঁর স্বামী সমর্থ সিংকে শনিবার সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিল ভোপাল জেলা আদালত। শুক্রবার জবলপুর থেকে তাঁকে আটক করার পর শনিবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আদালতে পেশ করা হয়।

আদালতে তোলার আগে পুলিশি নজরদারিতে সমর্থকে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জয়প্রকাশ (জে.পি.) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত কনভয়ে তাঁকে জেলা আদালতে আনা হয়। মামলাকে ঘিরে জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্যের কারণে আদালত চত্বরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আনুদিতা গুপ্তার আদালতে সমর্থকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে হাজির করা হয়। দুপুর প্রায় ৩টা ১৫ মিনিট নাগাদ তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। এরপর আদালত সাত দিনের পুলিশি রিমান্ড মঞ্জুর করে। ত্বিশা শর্মার মৃত্যুর ঘটনায় আরও জিজ্ঞাসাবাদের স্বার্থে পুলিশ এই হেফাজতের আবেদন করেছিল। ভোপালের পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় সিং জানান, শুক্রবার গভীর রাতে জবলপুর থেকে সমর্থকে ভোপালে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ঘটনার পর প্রায় ১০ দিন ধরে সমর্থ গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন। এই সময় কেউ তাঁকে আশ্রয় বা পালাতে সাহায্য করে থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত ১২ মে কাটারা হিলস থানার অন্তর্গত শ্বশুরবাড়িতে ত্বিশা শর্মার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এরপর থেকেই তাঁর স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে পণপ্রথাজনিত নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে, যা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে শনিবার ত্বিশা শর্মার পরিবার সিবিআই তদন্তের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। পাশাপাশি দ্রুত তদন্ত এবং ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছে তারা।

ত্বিশার এক আত্মীয় সংবাদমাধ্যমকে জানান, মামলার প্রাথমিক পদক্ষেপে দেরি হলেও সাম্প্রতিক বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তে তাঁরা আশাবাদী। তাঁর কথায়, মামলার তদন্তে শুরুতে অনেক দেরি হয়েছিল। তবে আদালত সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

# জুলাই থেকে বাংলায় 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর সুবিধা পাবেন 'স্বাস্থ্য সাথী' উপভোক্তারা

কলকাতা, ২৩ মে (আইএএনএস) : পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পের আওতায় থাকা সমস্ত উপভোক্তাকে আগামী জুলাই মাস থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত-এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে শনিবার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

'আয়ুষ্মান ভারত' কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প হলেও, 'স্বাস্থ্য সাথী' ছিল রাজ্যের নিজস্ব স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প, যা পূর্ববর্তী মমতা ব্যানার্জী নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে চালু হয়েছিল। সেই সময় রাজ্যে 'স্বাস্থ্য সাথী' চালু রাখার স্বার্থে 'আয়ুষ্মান ভারত' কার্যকর করা হয়নি।

তবে বর্তমানে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, অন্যান্য বিজেপি-শাসিত রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও 'আয়ুষ্মান ভারত' চালু করা হবে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ছয় কোটি মানুষ 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন। তাঁদের সকলকেই জুলাই মাস থেকে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হবে এবং এরপরই তাঁদের হাতে 'আয়ুষ্মান ভারত' কার্ড তুলে দেওয়া হবে।তিনি আরও জানান, জীবিকার তাগিদে যাঁরা বর্তমানে রাজ্যের বাইরে রয়েছেন, তাঁরাও এই প্রকল্পের সুবিধার আওতায় আসবেন।

এদিন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোট ২,১০৩ কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, শনিবারই রাজ্য ৫০০ কোটি টাকা পেয়েছে। এছাড়া 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ৯৭৬ কোটি টাকা।মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলায় কোনও মেডিক্যাল কলেজ নেই। ওই জেলাগুলিতে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত জমির নথি খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হবে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে এইমস-এর একটি ইউনিট গড়ার প্রস্তাবও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হবে।

এছাড়াও তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গে ১৪ থেকে ১৫ বছর বয়সী কিশোরীদের জন্য ৭ লক্ষেরও বেশি সার্ভাইক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধী টিকা দেওয়া হবে। আগামী ৩০ মে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচি শুরু হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

# মণিপুরের নিরাপত্তা পরিস্থিতির জেরে আটকে থাকা ১৩২ এনসিসি ক্যাডেটকে বিমানপথে অসমে সরাল বায়ুসেনা

ইম্ফল, ২৩ মে: মণিপুরের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির মধ্যে সেখানে আটকে থাকা ১৩২ জন এনসিসি ক্যাডেটকে শনিবার ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে করে অসমের গুয়াহাটি ও যোরহাটে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

এক শীর্ষ সরকারি আধিকারিক জানান, যুবকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের কথা মাথায় রেখে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে এই জরুরি উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ১১ মে থেকে ২০ মে ২০২৬ পর্যন্ত ইম্ফলে আয়োজিত এনসিসি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ফ্লাইং ক্যাম্পে অংশ নিয়েছিলেন এই ক্যাডেটরা।

বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং মণিপুরে সড়কপথে চলাচলে বিধিনিষেধের কারণে তাঁদের জরুরি ভিত্তিতে গুয়াহাটি ও যোরহাটে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তিনি জানান, এনসিসি অধিদফতর উত্তর-পূর্বাঞ্চল, এনসিসি-র ডিরেক্টর জেনারেলের সদর দফতর এবং ভারতীয় বায়ু সেনার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সমন্বয়ে এই উদ্ধার অভিযান পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

দ্রুত পদক্ষেপের ফলে ক্যাডেটরা নিরাপদে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে পেরেছে এবং সময়মতো পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই আধিকারিক। এতে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও স্বস্তি ফিরেছে।

তিনি আরও বলেন, ক্যাডেটরা তাঁদের প্রতি দেখানো যত্ন, সহায়তা এবং দ্রুত পদক্ষেপের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং ভারতীয় বায়ুসেনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

এদিকে, এনসিসি ডিরেক্টরেট নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নের এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, মণিপুরের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দ্রুত এয়ারলিফট অভিযান চালানোর জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, ভারতীয় বায়ুসেনা এবং এনসিসি ডিরেক্টরেটের প্রতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্যাডেটরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

আরও একটি পোস্টে জানানো হয়, ২০ মে এয়ার উইং এনসিসি ক্যাম্প শেষ হওয়ার পর গুয়াহাটি ও যোরহাটের ক্যাডেটরা সড়কপথে বাড়ি ফিরতে পারেননি। এরপর ২৩ মে ভারতীয় বায়ুসেনা তিনটি এএন-৩২ বিমান ব্যবহার করে বিশেষ এয়ারলিফট অভিযান চালায়। এর মাধ্যমে ৬০ জন ক্যাডেটকে যোরহাট এবং ৭২ জনকে গুয়াহাটিতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

এনসিসি ডিরেক্টরেট জানিয়েছে, বায়ুসেনার এই দ্রুত সহায়তা উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের কাছে বড় স্বস্তি এনে দিয়েছে।

## দিল্লি বিমানবন্দরে ৪৮ কোটি টাকার হাইড্রোপনিক গাঁজা উদ্ধার, আটক দুই থাই নাগরিক

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (আইএএনএস): দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় ৪৮ কোটি টাকার হাইড্রোপনিক গাঁজা উদ্ধার করল কাস্টমস দফতর। ঘটনায় ব্যাংকক থেকে আগত দুই থাই নাগরিককে আটক করা হয়েছে। শনিবার কাস্টমস সূত্রে জানানো হয়, এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-২৩৫৬ বিমানে ব্যাংকক থেকে দিল্লিতে পৌঁছন ওই দুই যাত্রী। তারা কাস্টমসের গ্রিন চ্যানেল পার হওয়ার পর সন্দেহজনক আচরণের ভিত্তিতে আধিকারিকরা তাদের লাগেজ তল্লাশি করেন।

তল্লাশিতে মোট ছয়টি ভ্যাকুয়াম-সিল করা প্যাকেট উদ্ধার হয়, যার মধ্যে হাইড্রোপনিক গাঁজা থাকার সন্দেহ করা হচ্ছে। এক যাত্রীর লাগেজ থেকে চারটি প্যাকেটে প্রায় ২৯ কেজি এবং অপর যাত্রীর কাছ থেকে দুইটি প্যাকেটে প্রায় ১৯ কেজি মাদক উদ্ধার হয়েছে। মোট উদ্ধার হওয়া মাদকের পরিমাণ প্রায় ৪৭.৮০৫ কেজি। কাস্টমস দফতরের দাবি, উদ্ধার হওয়া এনডিপিএস সামগ্রীর বাজারমূল্য প্রায় ৪৮ কোটি টাকা। সাম্প্রতিক সময়ে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে-এ এটি অন্যতম বড় মাদক উদ্ধার অভিযান বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে, গোয়েন্দা তথ্য এবং বিশেষ নজরদারির ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। গ্রিন চ্যানেল পার হওয়ার পরই দুই যাত্রীকে আটক করা হয়। পরে তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, এই মাদক পাচারের সঙ্গে কোনও আন্তর্জাতিক চক্র জড়িত রয়েছে কি না। বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রুট ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের যোগসূত্র রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

# হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

## সকালে গরম জল খাওয়া কি সত্যিই শরীরের জন্য ভালো?

'প্রথমে আমার সোশ্যাল মিডিয়া ফিডে আসে এটি এবং এরপর একের পর এক ভিডিও দেখতেই থাকি... তারপর ভাবলাম, কেন চেষ্টা করে দেখছি না,' বলছেন ২১ বছর বয়সী মারিয়াম খান।

এটা ব্যায়াম বা ওয়ার্কআউটের কঠোর কোনো রুটিন নয়, কিংবা দামী ত্বকচর্চার উপাদানও নয়।মারিয়ামসহ আরো অনেকেই যে প্রবণতাটি অনুসরণ করছেন তা খুবই সহজসকালে গরম জল পান করা।

গরম বা উষ্ণ পানি পানের স্বাস্থ্যের উপকারিতা প্রাচীন চীনা চিকিৎসা পদ্ধতি ও ভারতের আয়ুর্বেদসহ বিভিন্ন সামগ্রিক (হোলিস্টিক) চিকিৎসা ব্যবস্থায় হাজার বছরের পুরনো প্রচলিত ধারণা।

কিন্তু বছরের শুরুতে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক ছড়িয়ে পড়ার পর এই প্রাচীন অভ্যাসটি এখন পৌঁছে গেছে বৈশ্বিক নতুন এক দর্শক শ্রেণির কাছে।

লাখো ভিউ পাওয়া টিকটক ও ইনস্টাগ্রাম ভিডিওতে 'নিউলি চাইনিজ' ও 'চাইনাম্যাক্সিং'এমন শব্দগুলো ট্যাগ করা থাকে। বেশিরভাগ ভিডিওতেই দেখা যায় তরুণ-তরুণীরা উষ্ণ পানি পান করছে, গরম নাশতা খাচ্ছে এবং স্ট্রেচিং দিয়ে দিন শুরু করছে।

কিন্তু এই সরল জীবনযাপনের অভ্যাসগুলো কি সত্যিই স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে পারে?

"শক্তি" সংরক্ষণ— চীনের কোটি মানুষ অনুসরণ করেন এমন ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির একটি মূল বিশ্বাস হলোশরীরজুড়ে শক্তি বা "চি" প্রবাহিত হয় এবং কোথাও এই প্রবাহ বাধাগ্রস্ত বা বিঘ্নিত হলে অসুস্থতা দেখা দেয়। সমর্থকরা মনে করেন, গরম পানিযা মুখ বা গলা পুড়ে যাওয়া এড়াতে ৪০ থেকে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সামান্য ঠান্ডা করা হয় এটা পান করলে "চি" আরও শক্তিশালী হয় ও সংরক্ষিত থাকে, যা স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দীর্ঘায়ুতে ভূমিকা রাখে।

'এটাকে একটি বাড়ির মতো কল্পনা করুন,' বলছেন ঐতিহ্যবাহী চীনা চিকিৎসা গবেষক, প্রফেসর শুন আউ। তিনি ব্যাখ্যা করেন, সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার ধারণায় ঠান্ডা খাবার খাওয়া মানে আপনার বাড়িতে ঠান্ডা বাতাস ঢোকার মতো।

এই তত্ত্বটি আরও কিছু ঐতিহ্যবাহী চীনা চিকিৎসা-নির্ভর পরামর্শকে ভিত্তি দেয়, যেমনবাড়িতে উষ্ণ স্লিপার পরা এবং দিনের শুরুতে গরম নাশতা খাওয়া। এই অভ্যাসগুলোই মারিয়াম খানের জন্য ছিল ঐতিহ্যবাহী চীনা চিকিৎসাশাস্ত্রে আগ্রহী হয়ে ওঠার পথ। লন্ডনে বসবাসরত এই স্থাপত্য সহকারী প্রথম এ ধরনের ভিডিও দেখেন টিকটকে।

তিনি বলেন, ধীর, প্রবাহমান নড়াচড়া, গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস ও ধ্যানের সমন্বয়ে গঠিত তাই-চি দিয়ে দিন শুরু করলে এবং প্রতিদিনের চিরচেনা কফির বদলে গরম জল পান করলে তিনি উপকার অনুভব করেন।

'ক্যাফেইন খাওয়ার পরপরই যে আমি বেশ বমিভাব অনুভব করতাম, তা আগে বুঝতে পারিনি,' তিনি বলেন।

'তারপর আমি সাধারণ গরম পানি খেতে শুরু করিকখনও এতে পুদিনা, লেবু দিতাম আর এতে নিজেকে বেশ সতেজ লাগত,' তিনি বলেন।

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অনলাইনে ঐতিহ্যবাহী চীনা জীবনধারার টিপস নিয়ে আগ্রহ এক বিস্তৃত সামাজিক প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে, বলছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন সেন্টারের অন্তর্বর্তী পরিচালক ড. শ্যামা কুরুবিলা।

'ইউরোপেও জনসংখ্যাভিত্তিক গবেষণা হয়েছে জার্মানির একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ৭০ শতাংশ মানুষহয়তো আরও বেশিকোনো না কোনো ধরনের ঐতিহ্যবাহী বা পরিপূরক সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবহার করে। আর কিছু দেশেচীন, ভারতে এই হার ৯০ শতাংশের বেশি হতে পারে,' তিনি ব্যাখ্যা করেন। আধুনিক চিকিৎসার প্রতি কিছু মানুষের অনাস্থা রয়েছেযা আংশিকভাবে কোভিড মহামারির সময় গঠিত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণায় দেখা যায়, সেখানে জরিপে অংশ নেওয়া মানুষের মধ্যে চিকিৎসক ও হাসপাতালের প্রতি আস্থা ২০২০ সালের ৭০ শতাংশের ওপর থেকে ২০২৪ সালে নেমে দাঁড়ায় প্রায় ৪০ শতাংশে। আরও কিছু মানুষের কাছে বায়োমেডিকেল বা জৈব-চিকিৎসা সেবার প্রবেশাধিকার নেই, অথবা ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাকে তুলনামূলকভাবে সস্তা বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেন।

এ ছাড়া অনেকেই ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসার প্রতি আকৃষ্ট হন কারণ এতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। গরম জল পান করার অভ্যাসও তাদের জন্য এমন এক স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রথম ধাপ হতে পারে, যেখানে দেহ—মন---পরিবেশের সামঞ্জস্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই পদ্ধতিগুলোর গভীরে বহু মানুষের জন্য সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যও রয়েছে।

'অনেক ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসক, আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনেকে বলে থাকেন, "আমরা তো হাজার বছর ধরে এটি ব্যবহার করছি আমরা দেখেছি এটি মানুষের উপকারে আসে",' বলেন কুরুবিলা। ডব্লিউএইচও---র গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন সেন্টার তথ্য-প্রমাণ মূল্যায়ন করে যাতে নীতিনির্ধারক ও রোগীদের জন্য দিকনির্দেশনা দেওয়া যায়। এটি বিশাল কাজকারণ বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য গবেষণার বাজেটের এক শতাংশেরও কম ব্যয় হয় ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা নিয়ে গবেষণায়, তিনি বলেন।

'প্রমাণভিত্তি উন্নত করা অত্যন্ত জরুরি,' তিনি বলেন।

ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা চেষ্টা করার আগে, রোগীদের তাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সঙ্গে কথা বলা উচিততাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবার প্রেক্ষাপটে এটি নিরাপদ কি না তা যাচাই করার জন্যই এটা দরকার, বলেন এই ডব্লিউএইচও বিশেষজ্ঞ।

তবে গরম জল পান করার বিষয়টি কী? যদিও এ নিয়ে ডব্লিউএইচও---র সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই, তবে কুরুবিলা বলেন, এটি নির্ভর করে পানির তাপমাত্রা, কতটা পানি পান করা হচ্ছে এবং ব্যক্তির স্বাস্থ্য—অবস্থার ওপর।

'সবকিছুই প্রমাণ ও সামঞ্জস্যের ওপর নির্ভর করে,' তিনি জোর দিয়ে বলেন।

বিজ্ঞান কী বলছে?

গরম জল পান করা কিছু উপকার দিতে পারে, বলেন ড. রোজি ব্রুকস, যিনি একজন জিপি এবং লংজেভিটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।

'হজমে সামান্য উপকার হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও কিছুটা সাহায্য করে,' তিনি বলেন।

তিনি আরও জানান, অল্প কিছু প্রমাণ রয়েছে যে গরম পানি ইসোফ্যাগাসযা গলা থেকে পাকস্থলীর সংযোগকারী নালীসেখানে স্পাজম শান্ত করতে সহায়তা করতে পারে।

'কিন্তু অন্যথায়, ঠান্ডা হোক বা গরম জল পান মানে শরীরকে হাইড্রেট রাখা,' তিনি ব্যাখ্যা করেন।

'ঠান্ডা জল স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেএমন কোনো প্রমাণও নেই,'বলেন ড. সেলিনা গ্রে, যিনি যুক্তরাজ্যের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ড. হেলেন মেডিকেল---এর জেনারেল প্র্যাকটিশনার ও লাইফস্টাইল ফিজিশিয়ান। তিনি জোর দিয়ে এটাও বলেন, সামাজিক মাধ্যমে যে দাবিগুলো করা হয় যে গরম পানি পান করলে চর্বি পোড়ে, বিপাকক্রিয়া বাড়ে বা শরীর "ডিটক্স" হয়এগুলোর কোনো প্রমাণ নেই।

'যদি কেউ গরম জলকে বেশি পছন্দ করে এবং এর ফলে তারা বেশি পানি পান করেতাহলে এটি ভালোই; কিন্তু এটি কোনো বিপাকীয় শর্টকাট নয়,' যোগ করেন তিনি।

সিঙ্গাপুরে বড় হয়ে ওঠা গ্রে বলেন, যেখানে ঐতিহ্যবাহী চীনা চিকিৎসাশাস্ত্র প্রচলিত'আজও আমি মায়ের সেই কথা শুনতে পাই, "ভেতরটা গরম রাখতে গরম পানি খাও"।'

'এই ঐতিহ্যগুলো এমন রুটিন দেয়, যা স্বাভাবিক মনে হয়, সহজলভ্য মনে হয়, আর সাংস্কৃতিক দিক থেকেও অর্থবহ,' তিনি বলেন।

ধীরে চলার সুযোগ

গরম পানি পান নিয়ে প্রমাণ যদিও সীমিত, গবেষণায় দেখা গেছে যে অন্য কিছু ঐতিহ্যবাহী অভ্যাস উপকারী হতে পারে। পরিপূর্ণ উপাদানে রান্না করা গরম নাশতা ঠান্ডা সিরিয়ালের চেয়ে পুষ্টিগুণে বেশি সমৃদ্ধ হতে পারে।

পা ঠান্ডা রাখলে রোগ হয়এমন প্রমাণ নেই, তবে শরীর গরম ও আরামদায়ক থাকলে মানুষ বেশি স্বস্তি অনুভব করে এবং ঘুমও ভালো হয়। আর কয়েকটি ছোট হলেও মানসম্মত গবেষণায় দেখা গেছে, ঐতিহ্যবাহী চীনা তাই-চি ও চিগং অনুশীলন শক্তি ও চলাচলের সক্ষমতা বাড়ায় এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

'প্রায়ই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মন ছুটে চলে আমাদের শরীর আর মন যেন দুই ভিন্ন জায়গায় থাকে,' বলেন চীনা চিকিৎসাবিদ অউ।

'ধ্যান, চিগং ও তাই-চির মূল লক্ষ্যই হলো এই গতি ধীর করা, 'তিনি যোগ করেন।

যদিও ব্রুকস মনে করেন না যে গরম জল পান করা বিশেষ কোনো স্বাস্থ্যগত সুবিধা দেয়, তিনি স্বীকার করেন এটি মানসিকভাবে সহায়ক হতে পারে। 'এটা এক ধরনের রুটিন যা আপনাকে নিজের জন্য কিছুটা সময় দেয়যা ব্যস্ত জীবনে আমরা প্রায়ই ভুলে যাই,' তিনি বলেন।

খান বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যে এর ইতিবাচক প্রভাব তিনি অনুভব করেছেন এবং সকালে গরম জল পান করাকে তিনি নিজের জন্য কিছু সময় নেওয়ার অংশ হিসেবে দেখেন। 'আমি এটিকে ধীরে চলার, চারপাশকে উপলব্ধি করার এবং কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে দিন শুরু করার একটি সুযোগ হিসেবে দেখি।'

## এসির ঠান্ডা পরিবেশ নারীদের উপর কেমন প্রভাব ফেলে?

যে অফিসের তাপমাত্রা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা সহজ কথায় এসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যেখানে নারী ও পুরুষ একসাথে কাজ করেন, সেখানে এসি বন্ধ আর ছেড়ে দেওয়া নিয়ে নীরব যুদ্ধ যেন বেশ সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক্ষেত্রে ইউএস অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটি মানদণ্ড ঠিক করে দিয়েছে। সংস্থাটির সুপারিশ হলো অফিস প্রধান এসির তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে পারেন।

তবে, ২০১৫ সালে নেচার জার্নালে প্রকাশিত এক সমীক্ষা অনুসারে, অফিস ভবনের ভেতরে তাপমাত্রা সেট করা হয়েছে "১৯৬০ এর দশকে তৈরি করা থার্মাল কম্ফোর্ট মডেল অনুযায়ী"।

এই হিমহিম ঠান্ডা নিয়ে যতই আলোচনা থাকুক, অতিরিক্ত ঠান্ডা পরিবেশ যে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে তা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক অফিসের তাপমাত্রা কাজের উৎপাদনশীলতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে নারীদের কাজে।

যত বেশি তত ভালো— অফিসে এসির তাপমাত্রা যত বাড়ানো হবে অর্থাৎ ঠান্ডা যত কম হবে নারীদের কাজ করার সক্ষমতা তত বাড়বে। ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ও বার্লিন সোশ্যাল সায়েন্স সেন্টারের এক নতুন যৌথ গবেষণায় এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তাপমাত্রা বেশি হলে নারীরা গাণিতিক এবং কথা বলার মতো কাজগুলোয় আরও ভালো পারফর্ম করেন। কিন্তু তাপমাত্রা যখন কম থাকে তখন পুরুষদের পারফর্মেন্স ভালো হচ্ছে। 'অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে নারীরা পুরুষদের তুলনায় ঘরের ভেতরে বা যেকোনও আবদ্ধ পরিবেশে বেশি তাপমাত্রা পছন্দ করেন, কিন্তু এর সাথে যে তাদের কাজের উৎপাদনশীলতাও জড়িত, সে ব্যাপারে কেউ কথা বলেনি।'

'আমরাই প্রথম দেখিয়েছি যে তাপমাত্রা কমানো/বাড়ানো নিয়ে যুদ্ধ কেবল আরামের জন্য নয়।' গবেষক বার্লিন সোশ্যাল সায়েন্সেস সেন্টার এবং গবেষণা প্রতিবেদনের অন্যতম লেখক ডঃ অ্যাগনে কাজাকাইট বিবিসিকে এসব কথা বলেছেন।

সংক্ষেপে, এই সমীক্ষার মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে লিঙ্গভেদে ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রার এই প্রভাব কেবলমাত্র আরামের উপর নির্ভর করে না। বরং এর সাথে তাদের উৎপাদনশীলতা আর বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মক্ষমতাও প্রভাবিত হয়। এ বিষয়ে পরীক্ষা চালানোর সময়, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন পরীক্ষা দিতে বলা হয়।

একেক সময় তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস করা হয়। প্রতিটি সেশনে, অংশগ্রহণকারীদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনটি ভিন্ন মৌখিক এবং গণিতের কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছিল। কক্ষের তাপমাত্রা এবং মৌখিক ও গাণিতিক কাজগুলোয় অংশগ্রহণকারীদের স্কোরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। তবে কগনিটিভ রিফ্লেকশন টেস্ট অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক পরীক্ষায় পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এই তাপমাত্রার তারতম্য কোনও প্রভাব ফেলেনি। 'পুরুষরা কম তাপমাত্রায় সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল এবং নারীরা উচ্চ তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো পারফর্ম করেছে, যেখানে পুরুষ অংশগ্রহণকারীরা সামান্য খারাপ পারফর্ম করেছে,' গবেষক কাজাকাইট ব্যাখ্যা করেন।

তার সহকর্মী টম চ্যাং, সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অফিসে তাপমাত্রা আরামের বাইরে দৈনন্দিন কাজের উপর প্রভাব ফেলতে পারে কিনা তা বিবেচনা করে এই গবেষণাটি পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 'এই গবেষণাটি এত মনোযোগ পেয়েছে কারণ মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে অফিসে তাপমাত্রা বাড়ানো কমানো নিয়ে যে যুদ্ধ রয়েছে সেটা সমন্বয় করা প্রয়োজন,' তিনি বলেছেন। সুপারিশ--- এই গবেষণার ফলাফলে অফিসে তাপমাত্রার বাড়ানো কমানোর ঝুঁকিগুলোও তুলে ধরা হয়েছে বলে গবেষকরা জানিয়েছেন।

তাদের পরামর্শ যেসব কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীরা সহাবস্থান করেন, তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে অফিসের ভেতরের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হওয়া উচিত। 'ম্যানেজারদের উচিত অফিসে তাপমাত্রার দিকে আরও মনোযোগ দেওয়া। কর্মীরা কী বলেন সেটা শোনা এবং তাদের অভিযোগগুলো গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত, কারণ এটি তাদের উৎপাদনশীলতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে,' বলেছেন কাজাকাইট।

তাপমাত্রার পার্থক্য— এটি নিছক কোনও কাকতালীয় বিষয় নয়। দুইজন গবেষকদের মতে, সমস্যা হলো যে বেশিরভাগ অফিসগুলো ৬০ এর দশকের একটি পুরনো সূত্র অনুসারে চলে।

ওই সূত্র অনুযায়ী তাপমাত্রা সেট করার ক্ষেত্রে তারা মূলত কর্মীদের মেটাবোলিজম রেট বা হজমশক্তিকে একটি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে নেয়। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ৪০ বছর বয়সী এবং প্রায় ৭০ কিলো ওজনের একজন ব্যক্তির শরীরে খাবার হজম করতে যে তাপ উৎপাদনের প্রয়োজন এই সূচকটি দিয়ে সেটি গণনা করা হয়েছে।

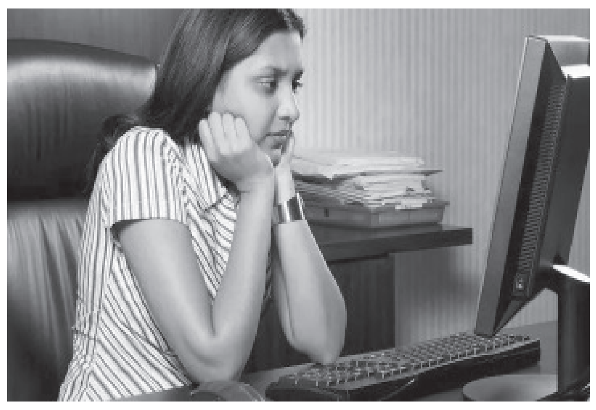

কিন্তু নারীদের মেটাবোলিজম সাধারণত পুরুষদের তুলনায় ধীরগতির হয়, এর মানে হলো তাদের কম তাপ হারাতে হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সামান্য উষ্ণ পরিবেশ প্রয়োজন। কিংমা, নেদারল্যান্ডসের মাস্ট্রিচ ইউনিভার্সিটির একজন বায়োফিজিসিস্ট এবং ন্যাচারাল ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার সহ-লেখক। এমন পার্থক্য হওয়ার আরেকটি মূল কারণ নারীদের গঠন পুরুষদের তুলনায় কিছুটা ছোট হয় এবং তাদের শরীরের চর্বি বেশি থাকে, যার কারণে খাবার হজমের শক্তি আসে চর্বি থেকে।

চর্বি থেকে যে শক্তি আসে সেটি পেশী থেকে আসা শক্তির তুলনায় ধীরে কাজ করে।

এ কারণে নারীদের শরীরে হজম প্রক্রিয়ায় তাপ কম উৎপন্ন হয়। তাই তাদের বেশি ঠান্ডার প্রয়োজন নেই। বর্তমান সূত্রটি অর্ধ শতাব্দী আগের শ্রমশক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে বেশিরভাগ পুরুষদের নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক এই সমীক্ষা বলছে, 'বিশ্রামের সময় নারীদের তাপ উৎপাদন ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে'।

আরেকটি বিষয় যা গবেষণায় উঠে আসেনি, সেটা হলো নারীরা সাধারণত আরামদায়ক ঢিলেঢালা পোশাক পরেন যা নারীদের ঠান্ডা লাগার একটি বড় কারণ কিন্তু অনেক অফিসে পুরুষদের স্যুট টাই পরে থাকতে হয়।

তাপমাত্রা বাড়ান--- এসির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের যুদ্ধে নারীদের চ্যালেঞ্জের সাথে একমত হয়েছেন গবেষকরা।

তাদের গবেষণায়, অফিসে এসির তাপমাত্রা আরামদায়ক রাখার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য কমানোর পাশাপাশি বিশ্ব উষ্ণায়ন মোকাবিলায় কম শক্তি ব্যয়ের কথা মাথায় রেখেও গ্রীষ্মকালে অফিসগুলোকে কিছুটা উষ্ণ তাপমাত্রায় রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। সেইসাথে, গবেষকরা শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের অন্যান্য মানদণ্ড এই মডেলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, শরীরের ওজন এবং বয়সের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা অনুভবে হেরফের হয়। স্থূল মানুষদের গরম লাগার প্রবণতা বেশি আবার বয়স্ক ব্যক্তিদের হজম প্রক্রিয়া খুব ধীরগতিতে হয়। এক্ষেত্রে কীভাবে নারী পুরুষের আরামদায়ক তাপমাত্রায় সামঞ্জস্য আনা যায় সেটি ভাবতে হবে।

তবে গবেষক কিংমার মতে, এর সমাধান খুব সহজ, 'গ্রীষ্মে ভবনটি কম ঠান্ডা করা যায় এবং যারা গরম অনুভব করেন তারা তাদের পোশাক পরিবর্তন করতে পারেন, 'বিবিসিকে তিনি ব্যাখ্যা করেন।' অথবা কিছু নির্দিষ্ট এলাকা ঠান্ডা করা যেতে পারে যে স্থান ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন বলে মনে করা হয়, তিনি যোগ করেন। আরামের ক্ষেত্রে আদর্শ তাপমাত্রা কত কে কোন তাপমাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন সেটার নিখুঁত কোনও হিসেব নেই। কোনও একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সবাইকে একমত করা সম্ভব না। কারও খুব ঠান্ডা লাগতে পারেন, ওই একই মাত্রায় অনেকের আবার গরম লাগতে পারে। অফিসে এসির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনায় সাম্প্রতিক এই গবেষণা সাহায্য করতে পারে।

ওই গবেষণায় স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ একটি আদর্শ তাপমাত্রার কথা বলা হয়েছে। ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি আন্তর্জাতিক দল, ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়, অথবা ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়া আদর্শ তাপমাত্রা কী তা নির্ধারণ করার সাহস করেছে, যা মানুষের জন্য স্বস্তিদায়ক হয়েছে। গবেষণা অনুসারে, আমরা কেমন তাপমাত্রায় থাকি সেটি আমাদের মেজাজকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে।

গবেষণা দলটি যাচাই করে দেখেছে যে, দিনের বেলায় যদি অফিস বা যেকোনও আবদ্ধ স্থানের ভেতরের তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে না নামে এবং ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপর না ওঠে তাহলে সেই তাপমাত্রাকে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ বলা যেতে পারে। এই সীমার বাইরে গেলেই নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তাপমাত্রার ক্ষেত্রে যদি একটি মাত্র নিখুঁত পরিমাপ বেছে নিতে বলা হয়, সেক্ষেত্রে তা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে বলে গবেষকরা জানিয়েছেন। রাতে অবশ্য দৃশ্যপট বদলে যায়, যেখানে দিনের সর্বাধিক তাপমাত্রার সাথে রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য প্রায় ১৫ ডিগ্রি হওয়াই মানুষের পছন্দ বলে মনে করা হয়। সেই হিসাবে, যদি আমরা দিনের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ ডিগ্রীকে রেফারেন্স হিসাবে নিই, একটি 'স্বাচ্ছন্দময়' রাতের জন্য, আবহাওয়াগতভাবে বলতে গেলে, তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি হওয়া দরকার। গবেষকরা উচ্চ তাপমাত্রার সাথে ঘুমের সমস্যার যোগও পেয়েছেন।

## কোন কোন অভ্যাস রপ্ত করলেই বাঁচতে পারে জল

স্নান, শৌচকার্য, রান্না, জামাকাপড় কাচা ও খাওয়ার জন্য যতটুকু জল প্রয়োজন তা খরচের পরেও জল বাঁচানো খুব কষ্টকর কাজ নয়। সাংসারিক ও জৈবিক কাজে যেটুকু জল পর্যাপ্ত, সেটুকুই ব্যবহার করা দরকার। অপ্রয়োজনে ও অতিরিক্ত জল খরচ করা কাজের কথা নয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যেই জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

জলবায়ু বদল এত ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে যে, ভূবিজ্ঞানীরাও সতর্ক করে বলেছেন, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নামছে। পানীয় জলের হাহাকার দেখা দিতে পারে যে কোনও সময়েই। তাই বাড়তি সতর্কতা জরুরি। শুরুটা হোক নিজের বাড়ি থেকেই। রোজের কিছু অভ্যাসেই প্রতি দিন অল্প অল্প করে জল বাঁচানো সম্ভব।

জল বাঁচাতে কী কী করবেন?

১) জলের লিকেজ যেন না হয়। বাড়ির সব কল, পাইপলাইন ঠিক আছে কি না দেখে নিন। বাথরুম, রান্নাঘরে জলের পাইপ পরীক্ষা করে নিন।

২) স্নানের সময়ে শাওয়ার ব্যবহার না করে বরং বালতি-মগ ব্যবহার করলে ভাল হয়। শাওয়ারে স্নান করার মজা আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাতে জলের খরচ বেশি হয়।

৩) ময়লা জামাকাপড় একসঙ্গে জমিয়ে রেখে একদিনে ওয়াশিং মেশিনে যতটা হয় দিয়ে কেচে ফেলুন। রোজ রোজ মেশিন চালালে জলের অপচয় বেশি হবে। ৪) দরকার ছাড়া জলের কল খুলে না রাখাই ভাল। ব্যবহারের পর তা বন্ধ করে দিন। আবার যখন প্রয়োজন তখন খুলে কাজ করবেন।

৫) বাড়ির ট্যাঙ্ক ভরার জন্য পাম্প চালালে তা ঘড়ি দেখে বন্ধ করার অভ্যাস করুন। ট্যাঙ্ক ভর্তি হয়ে জলের ধারা যেন বয়ে না যায়। ৬) বালতি বালতি জল বারান্দা বা উঠোনে না ঢেলে, মগ দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করুন। এতে জলের অপচয় কিছুটা হলেও কমবে।

৭) গাড়ি পরিষ্কারের সময়ে বিশেষ খেয়াল রাখুন। হোস পাইপ দিয়ে গাড়ি না ধুইয়ে বরং বালতির জলে পরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে গাড়ি মুছতে পারেন। এতে গাড়ি ভাল পরিষ্কার হবে। জলও বাঁচবে। জলের পুনর্ব্যবহারও করতে পারেন বালতি বা গামলায় জল ভরে তাতে সব্জি, ফল বা চাল ধুয়ে নিন। সেই জলই গাছে দিতে পারেন। চাল ধোয়া জল গাছের জন্যও ভাল।

জামাকাপড় কেচে সেই জল ফেলে না দিয়ে বরং বাথরুম বা রান্নাঘর পরিষ্কারের কাজে লাগাতে পারেন। এতে জলের পুনর্ব্যবহারও হবে, অতিরিক্ত খরচও হবে না। সম্ভব হলে বৃষ্টির জল ধরে রাখুন। যদি ফিল্টার বসিয়ে বৃষ্টির জল হারভেস্ট করা সম্ভব হয় তো খুবই ভাল। সেই জল রান্নার বা বাথরুমের কাজে লাগাতে পারেন। না হলে একটা পাইপ লাগাতে হবে, যাতে বৃষ্টির জল সেই পাইপের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। আর নীচে একটা

ছোট জলাধার তৈরি করতে হবে। সেখানে বৃষ্টির জল এসে জমা হবে। বাগানে জল দেওয়া, বাসন ধোয়া, ঘর পরিষ্কারের কাজে এই জল কাজে লাগানো যেতে পারে।

শনিবার আগরতলায় এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

# রাজস্থানে দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে তীর্থযাত্রী বোঝাই বাস উল্টে আহত বহু, আশঙ্কাজনক ৬

জয়পুর, ২৩ মে (আইএএনএস) : রাজস্থানের আলওয়ার জেলায় দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে শনিবার ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় বহু তীর্থযাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে অন্তত ছ'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, রেনি থানা এলাকার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি প্রথমে রাস্তার গার্ডরেলে ধাক্কা মারে। এরপর সেটি পাশের একটি মাঠে ঢুকে উল্টে যায়।

বাসটিতে মোট প্রায় ৪২ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২০ জন মহিলা, ১০ জন পুরুষ এবং ১২ জন শিশু ছিল। অনেকেই সামান্য আহত হলেও কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্ধারকারী দলের সহায়তায় আহতদের দ্রুত পিনান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে গুরুতর আহত ছ'জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আলওয়ার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, চালক সম্ভবত কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, যার জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

দুর্ঘটনার অভিঘাতে বাসটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশ যাত্রী তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, হঠাৎ বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে বাসের ভিতরে চিৎকার ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার পরই পুলিশ ও স্থানীয় গ্রামবাসীরা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। উল্টে যাওয়া বাস থেকে যাত্রীদের বের করে এনে অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আলওয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি চারজনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। তাঁরা হলেন গীতা (৬৩), ললিতা (৫৭), বিমলা (৫৫) এবং হরিশঙ্কর (৬২)। সকলেই সাওয়াই মাধোপুর ও গঙ্গাপুর এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের শ্যোপুরা থেকে গোবর্ধনে ভাগবত কথার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন ভক্তরা। মোট প্রায় ৮০ জন ভক্ত দুটি বাসে যাত্রা করছিলেন। তার মধ্যে একটি বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

ঘটনার খবর পেয়ে রেনি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বানে সিং মীনা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও ত্রাণকাজ তদারকি করেন। পুলিশ ও স্থানীয়দের যৌথ প্রচেষ্টায় বাসের ভিতরে আটকে থাকা সকল যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

## ভোটে ভরাডুবির পর সিপিআই(এম)-এ বাড়ছে ক্ষোভ, পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে সরব দলেরই একাংশ

তিরুবনন্তপুরম, ২৩ মে (আইএএনএস) : কেরলে বড় ধরনের নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর সিপিআই(এম)-এর অন্দরেই তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। দলের বর্ষীয়ান নেতা পিনারাই বিজয়ন-কে ঘিরে সমালোচনা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে বিভিন্ন পার্টি কমিটির বৈঠকে।

দিল্লিতে বর্তমানে দলের তিন দিনের পর্যালোচনা বৈঠক চলছে। যদিও সেই বৈঠকে উপস্থিত নেই পিনারাই বিজয়ন। সেখানে নির্বাচনী পরাজয়ের কারণ এবং সংগঠনের ভিতরে বাড়তে থাকা ক্ষোভ নিয়ে আলোচনা করছেন শীর্ষ নেতারা।

দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত করেছে শুধু পরাজয়ের ব্যাপকতা নয়, বরং দলের ভেতর থেকেই প্রকাশ্যে উঠে আসা ক্ষোভ ও বিদ্রোহের সুর। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এই প্রথমবার পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে দলের একাংশ সরাসরি পদত্যাগের দাবি তুলেছে। সবচেয়ে তীব্র আক্রমণ আসে পারাসালা এরিয়া কমিটির বৈঠকে। সেখানে এরিয়া সম্পাদক এস. অজয়কুমার দাবি করেন, পিনারাইয়ের বিধায়ক পদ থেকেও সরে দাঁড়ানো উচিত। অজয়কুমারের অভিযোগ, এই ভরাডুবির জন্য একমাত্র পিনারাই বিজয়নই দায়ী। তিনি নাকি বিরোধী দলনেতা হওয়ারও যোগ্য নন এবং মর্যাদা রক্ষা করতে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানো উচিত। এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ অজয়কুমারকে দীর্ঘদিন ধরে পিনারাইয়ের ঘনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবেই দেখা হত। অতীতে তিনি বিজয়নকে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করেছিলেন।তিরুভাম্বাডি এরিয়া কমিটির বৈঠকেও উত্তেজনা ছড়ায়, যখন কয়েকজন সদস্য নির্বাচনী পরাজয়ের জন্য পি.এ. মহম্মদ রিয়াসকে দায়ী করেন। রিয়াস পিনারাই বিজয়নের জামাতা এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। যদিও এবারের নির্বাচনে তিনি বেপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন।

বিতর্ক আরও বাড়ে যখন রাজ্য কমিটির সদস্য চন্দ্রন অভিযোগের প্রমাণ না দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। অথচ দলীয় নেতৃত্ব বারবার দাবি করে এসেছে যে পর্যালোচনা বৈঠকে খোলামেলা সমালোচনা গ্রহণযোগ্য।

## ভুয়ো 'চিফ মিনিস্টার ভিডিএস' ফেসবুক পেজ ঘিরে প্রতারণার অভিযোগ, তদন্তে সাইবার পুলিশ

তিরুবনন্তপুরম, ২৩ মে (আইএএনএস) : কেরলে মুখ্যমন্ত্রী সতীশন-এর জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে বড়সড় সাইবার প্রতারণা চক্র চালানোর অভিযোগ সামনে এসেছে। ভুয়ো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খুলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে সাইবার পুলিশ।

অভিযোগ, "চিফ মিনিস্টার ভিডিএস" নামে একটি ভুয়ো ফেসবুক পেজ তৈরি করে প্রতারকরা দাবি করছিল, মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট, আপডেট ও বিশেষ কনটেন্ট দেখতে হলে মাসিক ৮৯ টাকা সাবস্ক্রিপশন দিতে হবে।

এই ঘটনায় প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে, ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে রাজনৈতিক নেতা, চলচ্চিত্র তারকা ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের নাম ও ছবি ব্যবহার করে অর্থ উপার্জনের জন্য একটি সংগঠিত অনলাইন চক্র সক্রিয় রয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, ফেসবুকে ভিডি সতীশনের নামে একাধিক অ্যাকাউন্ট থাকলেও প্রায় ৫.৮৯ লক্ষ অনুসরণকারী থাকা একটি নির্দিষ্ট পেজ নিয়েই সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সাইবার আধিকারিকদের সন্দেহ, ওই পেজ পরিচালনাকারীরা সাবস্ক্রিপশন বাবদ ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে থাকতে পারে। তবে ঠিক কতজন টাকা দিয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ, পেজের পরিচালকেরা সেই তথ্য গোপন রেখেছে বলে অভিযোগ।

সাধারণত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বরা বিশেষ পোস্ট, রিল বা লাইভ ভিডিও দেখানোর জন্য সাবস্ক্রিপশন ব্যবস্থা ব্যবহার করেন। তদন্তকারীদের মতে, প্রতারকরা সেই ব্যবস্থাকেই কৌশলে ব্যবহার করে ভুয়ো পেজটিকে আসল বলে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর নামে শুধুমাত্র একটি যাচাইকৃত ফেসবুক পেজ রয়েছে। অর্থ দাবি করা অন্য সব অ্যাকাউন্টই ভুয়ো বলে সতর্ক করা হয়েছে সাধারণ মানুষকে।

সাইবার পুলিশের সূত্রে খবর, সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তির পরিচয় ভাঁড়িয়ে প্রতারণার অভিযোগ ওঠায় ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই মেটা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভুয়ো পেজগুলি শনাক্ত ও বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, পেমেন্ট গেটওয়ে এবং আইপি অ্যাড্রেসও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তদন্তকারীদের আশঙ্কা, রাজনৈতিক নেতাদের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে এ ধরনের আরও বহু ভুয়ো সাবস্ক্রিপশন প্রতারণা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে গোপনে চলতে পারে।

## 'ককরোচ জনতা পার্টি' ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, এনআইএ তদন্তের দাবি বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (আইএএনএস) : তথাকথিত 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) ভারতের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি "সীমান্তপারের প্রভাব বিস্তারকারী অপারেশন" বলে অভিযোগ করল বিজেপি। একই সঙ্গে এই ব্যঙ্গাত্মক সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারের বিরুদ্ধে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র তদন্তের দাবিও জানানো হয়েছে।

শনিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে কেরল বিজেপি সভাপতি রাজীব চন্দ্রশেখর দাবি করেন, সিজেপি আসলে ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী-র নেতৃত্বাধীন সরকারকে লক্ষ্য করে চালানো একটি সুপরিকল্পিত প্রভাব বিস্তারকারী অভিযান।

তিনি লেখেন, "ককরোচ জনতা পার্টির এই কৌশল সীমান্তপারের একটি ক্লাসিক 'ইনফ্লুয়েন্স অপারেশন', যার লক্ষ্য ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির সরকারকে অস্থিতিশীল করা। দেশের বিরোধী শিবিরের কিছু অংশও এতে সহায়তা করছে।"

রাজীব চন্দ্রশেখর আরও বলেন, বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া, বট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর অপব্যবহার করে ভুয়ো ও কৃত্রিম জনমত তৈরি করা হচ্ছে, যা দেশের স্থিতিশীলতার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণে বহু দেশ অসন্তুষ্ট এবং ভারতের অগ্রযাত্রা থামাতে বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। কোভিড মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, জ্বালানি সংকট ও চিনের আগ্রাসনের মতো আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও ভারতকে নিরাপদ ও অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বের প্রশংসাও করেন তিনি।

রাজীব চন্দ্রশেখর বলেন, "কোনও ককরোচ, কোনও ক্ষুদ্র বিরোধী রাজনীতিক, কোনও মোদি-বিরোধী শক্তি বা বিদেশি স্বার্থগোষ্ঠী ভারতের উন্নয়নের সংকল্পকে ব্যাহত করতে পারবে না।"

উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুতে রাজনৈতিক কৌশলবিদ দীপকে-র উদ্যোগে 'ককরোচ জনতা পার্টি' নামে একটি ব্যঙ্গাত্মক প্রচারাভিযান শুরু হয় বলে জানা যায়। এর আগে তিনি আম আদমি পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি-এর একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ার পর সিজেপি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই প্রচার ব্যাপক সাড়া ফেলে। পরে প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করেন যে, তাঁর মন্তব্য ভুয়ো ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, প্রকৃত আইনজীবীদের বিরুদ্ধে নয়।

বর্তমানে ইনস্টাগ্রামে সিজেপি-র অনুসরণকারীর সংখ্যা ২ কোটিরও বেশি বলে দাবি করা হয়েছে।

এদিকে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ-ও এনআইএ তদন্তের দাবিকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এবং সেটি মূলত ভুয়ো ডিগ্রি নিয়ে আদালতে আইনচর্চা করা ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল।

তিনি আরও দাবি করেন, বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার কাছে তথ্য রয়েছে যে আদালত চত্বরে কালো কোট পরে ঘোরাফেরা করা প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ব্যক্তির ডিগ্রি ভুয়ো হতে পারে।

## স্কুল পরিচালন সমিতিতে রাজনৈতিক প্রভাব কমাতে নির্বাচনী ব্যবস্থা আনছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলকাতা, ২৩ মে (আইএএনএস) : রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে পরিচালন সমিতির কার্যক্রমে রাজনৈতিক প্রভাব কমাতে নতুন নিয়ম চালুর পথে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার। রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের প্রস্তুত করা খসড়া নীতিতে পরিচালন সমিতির সদস্যদের আর মনোনয়নের মাধ্যমে নয়, সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে বেছে নেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

এর আগে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে নির্বাচন নয়, নির্বাচিত সদস্যদের মনোনয়ন প্রথাই চালু ছিল। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, শুধুমাত্র পরিচালন সমিতির সম্পাদক পদে কোনও নির্বাচন হবে না। সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই দায়িত্ব পালন করবেন।

শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পরিচালন সমিতির ৭০ শতাংশেরও বেশি পদ ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পাশাপাশি সভাপতি ও সহ-সভাপতির পদও শুধুমাত্র অভিভাবকদের জন্য সংরক্ষিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। অবশিষ্ট ৩০ শতাংশ পদ স্থানীয় শিক্ষাবিদদের জন্য রাখা হবে। এছাড়া প্রতিটি পরিচালন সমিতিতে স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত দুই জন জনপ্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে। তবে তাঁদেরও পরিচালন সমিতির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে হবে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, পরিচালন সমিতির মেয়াদ হবে দুই বছরের বেশি। একবার দায়িত্বে থাকা সদস্যরা পরবর্তী মেয়াদে আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। তবে এই নিষেধাজ্ঞা সম্পাদক পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

সরকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলির জন্য পরিচালন সমিতির সদস্য সংখ্যাও নির্দিষ্ট করতে চলেছে। প্রাথমিক স্কুলে সর্বাধিক ১৫ জন, মাধ্যমিক স্কুলে ২০ জন এবং উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে ২৫ জন সদস্য রাখা হতে পারে।

শিক্ষক সংগঠনগুলির একাংশ ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস-এর সাধারণ সম্পাদক চন্দন কুমার মাইতি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশের সঙ্গে এই উদ্যোগ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দ্রুত তা কার্যকর হবে বলে তিনি আশা করছেন।

অন্যদিকে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, নতুন ব্যবস্থার ফলে স্কুল প্রশাসনে রাজনৈতিক প্রভাব অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

# রাস্তায় নামাজ নয়, আইনশৃঙ্খলাই অগ্রাধিকার ধামির সিদ্ধান্তকে সমর্থন গিরিরাজ সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (আইএএনএস) : জনসমাগমপূর্ণ রাস্তা বা প্রকাশ্য স্থানে নামাজ পড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে গিরিরাজ সিং শনিবার পুষ্কর সিং ধামী-র অবস্থানকে সমর্থন জানালেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখাই প্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত।

ঈদ উপলক্ষে বিভিন্ন রাজ্যে প্রকাশ্য স্থানে ধর্মীয় জমায়েত ও রাস্তায় নামাজ নিয়ে জারি হওয়া নির্দেশিকা ঘিরে চলা বিতর্কের মধ্যেই তাঁর এই মন্তব্য সামনে এসেছে।

গিরিরাজ সিং বলেন, "এই ব্যবস্থার সমালোচনা করা হচ্ছে, এবং ভারতে কিছু মানুষ পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। আমি সেই সব মুখ্যমন্ত্রীদের ধন্যবাদ জানাই, যারা আইনশৃঙ্খলার স্বার্থে এমন ব্যবস্থা নিয়েছেন ও নির্দেশ জারি করেছেন। বিশেষ করে আমি মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি নিশ্চিত করেছেন যাতে প্রকাশ্য স্থানে নামাজ না পড়া হয়।" সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজ্যে রাস্তায় নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। শুক্রবার দেরাদুনে সেচ ও কৃষি দফতরের নবনিযুক্ত কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ধামি বলেন, "আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়।" চারধাম যাত্রার মরশুমে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং জনশৃঙ্খলা বজায় রাখাকে রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ধামি আরও বলেন, ধর্মীয় আচার পালনের নামে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন বা আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটানো উচিত নয়।

উত্তরপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে প্রকাশ্য স্থানে ধর্মীয় জমায়েত নিয়ে আলোচনার আবহেই তাঁর এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বকরিদ উপলক্ষে জারি হওয়া নির্দেশিকা প্রসঙ্গে গিরিরাজ সিং গরু কোরবানি নিয়েও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "ইরান বা আরব দেশগুলিতে কি এভাবে গরু কাটা হয়? আর হলেও কি রাস্তায় করা হয়? ভারতে হিন্দুদের উসকানি দিতেই এই প্রথা শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের মতো দেশেও হিন্দুরা গরুকে পূজা করে এসেছে। মানুষের অনুভূতিতে আঘাত দিতেই এই ধরনের কোরবানির প্রচলন শুরু হয়েছে। কোথাও এটি লেখা নেই।"

# চীনের কয়লাখনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত ৮২; এখনও আটকে ৯ শ্রমিক

তাইইউয়ান, ২৩ মে (আইএএনএস) : উত্তর চীনের শানসি প্রদেশে ভয়াবহ কয়লাখনি দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮২-তে পৌঁছেছে। এখনও অন্তত ৯ জন শ্রমিক খনির ভিতরে আটকে রয়েছেন বলে শনিবার জানিয়েছে চিনা সংবাদমাধ্যম।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার কিনইউয়ান কাউন্টির লিউশেনইউ কয়লাখনিতে গ্যাস বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের পর থেকেই জোরকদমে উদ্ধারকাজ চলছে।চীনের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা মন্ত্রক জানিয়েছে, উদ্ধার অভিযানে সহায়তার জন্য দেশের ছয়টি জাতীয় খনি জরুরি উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করা হয়েছে। মোট ৩৪৫ জন উদ্ধারকর্মী প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে ঘটনাস্থলে কাজ করছেন।

সরকারি সংবাদসংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থার এক দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়েছে।

ঘটনার পর চীনের প্রেসিডেন্ট প্রশাসনকে সম্ভাব্য সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে জীবিতদের উদ্ধার এবং আহতদের যথাযথ চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেন তিনি।

রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের প্রকাশিত ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ঘটনাস্থলে স্ট্রেচারে আহতদের নিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসাকর্মীরা। আশপাশে একাধিক অ্যাম্বুল্যান্সও মোতায়েন রয়েছে। জানা গিয়েছে, ১০০-রও বেশি মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চাংঝি শহরের অন্তর্গত কিনইউয়ান কাউন্টির এই খনিতে বিস্ফোরণের ফলে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে। এখনও উদ্ধারকাজ অব্যাহত রয়েছে।

চীনের কয়লাখনি শিল্পে অতীতে নিরাপত্তার অভাবের কারণে প্রায়ই প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটত। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হলেও এখনও মাঝেমধ্যেই এমন দুর্ঘটনা সামনে আসছে। এর আগেও ২০২৫ সালের শুরুতে উত্তর-পশ্চিম চীনের শানসি প্রদেশে একটি কয়লাখনির সুড়ঙ্গ ধসে তিন শ্রমিক আটকে পড়েছিলেন। আনকাং শহরের ঝেনপিং কাউন্টিতে সেই দুর্ঘটনা ঘটে। তখন আট জন শ্রমিক মেরামতির কাজ করছিলেন, যার মধ্যে পাঁচ জন নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।

# ২০২৩ সংসদ নিরাপত্তা ভাঙন মামলায় ১৪ হাজার পাতার সম্পূরক চার্জশিট দিল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (আইএএনএস) : ২০২৩ সালের সংসদ নিরাপত্তা ভাঙন মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রায় ১৪ হাজার পাতার চতুর্থ সম্পূরক চার্জশিট জমা দিল দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ)-এর আওতায় দায়ের করা এই চার্জশিটে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং দাঙ্গা উসকে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

পাতিয়ালা হাউস কোর্টে জমা দেওয়া এই সম্পূরক চার্জশিট বৃহস্পতিবার আদালতের নথিভুক্ত করা হয়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, তদন্তকারী সংস্থা মোট ১৩,৯৬৭ পাতার 'সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট-০৪' জমা দেয়।

অতিরিক্ত দায়রা বিচারক অমিত বনসল-কে সরকারি আইনজীবীরা জানান, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬, ৩৫৩, ১৫৩, ৪৫২, ২০১, ৩৪ এবং ১২০বি ধারার পাশাপাশি ইউএপিএ-র ১৩, ১৬ ও ১৮ ধারায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

শুনানির সময় জামিনে থাকা অভিযুক্ত নীলম প্রজাপতি ওরফে নীলম আজাদ এবং মহেশ কুমাওয়াত আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকা মনোরঞ্জন ডি, অমল ধনরাজ ওরফে অমল, সাগর শর্মা এবং ললিত ঝাকে আদালতে হাজির করা হয়।

তদন্তকারী অফিসার এসিপি ধর্মেন্দ্রর পক্ষে এসআই অমিত ভাটি আদালতে উপস্থিত হয়ে সম্পূরক চার্জশিট জমা দেন। অভিযুক্ত ও তাঁদের আইনজীবীদের পেন ড্রাইভের মাধ্যমে চার্জশিটের কপি সরবরাহ করা হয়।

তবে নীলম আজাদ ও অমল ধনরাজের আইনজীবীরা এই পর্যায়ে এত বিশাল চার্জশিট জমা দেওয়ার বিরোধিতা করেন। তাঁদের দাবি, যখন অভিযোগ গঠনের শুনানি ইতিমধ্যেই দীর্ঘ সময় ধরে চলছে, তখন এই ধরনের অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দেওয়া "আইন প্রক্রিয়ার চরম অপব্যবহার"।

প্রতিরক্ষা পক্ষ চার্জশিটের হার্ড কপিও চায়। এরপর সরকারি পক্ষ আদালতকে আশ্বাস দেয় যে, পরবর্তী শুনানির দিন হার্ড কপি সরবরাহ করা হবে। আদালতও সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের হার্ড কপি দেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং আগামী ২৯ মে দুপুর ২টায় নথিপত্র খতিয়ে দেখা ও পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে।

সর্বশেষ সম্পূরক চার্জশিটে সরকারি কর্মীদের দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি, দাঙ্গায় উসকানি, প্রমাণ নষ্ট এবং ইউএপিএ-র আওতায় সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদের ভিতরে ও বাইরে বড় ধরনের নিরাপত্তা ভাঙনের ঘটনা ঘটে। দিনটি ছিল ২০০১ সালের সংসদ হামলার ২২তম বর্ষপূর্তি।

অভিযোগ, সেই ঘটনায় সাগর শর্মা ও মনোরঞ্জন ডি দর্শক গ্যালারি থেকে লোকসভা কক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধোঁয়ার ক্যানিস্টার থেকে হলুদ ধোঁয়া ছড়ায়। এতে সংসদ কক্ষে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে সাংসদ ও নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের পাকড়াও করেন।

একই সময়ে সংসদ ভবনের বাইরে নীলম আজাদ ও অমল রঙিন ধোঁয়া ছড়িয়ে স্লোগান দেন বলেও অভিযোগ।

পুলিশের দাবি, গোটা ঘটনার মূল চক্রী ছিলেন ললিত ঝা। ঘটনার পর সহ-অভিযুক্তদের মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টাও করেছিলেন তিনি।

স্পেশাল সেল এখনও এই নিরাপত্তা ভাঙনের পেছনে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা, সমন্বয় ও অভিযুক্তদের পারস্পরিক যোগাযোগের দিকগুলি খতিয়ে দেখছে।

শনিবার আগরতলায় ইউম্যান রাইটের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

Page 3_5_7- JAGARAN1111111.pmd 3 24-05-2026, 00:19

# সানটেক সিটি প্রকল্পে জমি জালিয়াতি মামলায় সমবায় সংস্থার সম্পাদক গ্রেফতার

জালন্ধর, ২৩ মে (আইএএনএস) : পাঞ্জাবের সানটেক সিটি রিয়েল এস্টেট প্রকল্পে জমির ব্যবহার পরিবর্তনের (সিএলইউ) অনুমতি জাল নথির মাধ্যমে আদায়ের অভিযোগে এক সমবায় গৃহনির্মাণ সংস্থার সম্পাদককে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নাম অজয় সেহগল। তিনি ইন্ডিয়ান কো-অপারেটিভ হাউস বিল্ডিং সোসাইটির সম্পাদক। শুক্রবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

এই তদন্ত শুরু হয় পাঞ্জাব পুলিশের দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে। কয়েকজন কৃষক অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁদের সম্মতি না নিয়েই জাল স্বাক্ষর ও বুড়ো আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে জমির ব্যবহার পরিবর্তনের অনুমতি নেওয়া হয়েছে।

ইডি-র তদন্তে উঠে এসেছে, অজয় সেহগল সমবায় সংস্থার মাধ্যমে ১৫ জন জমির মালিকের ৩০.৫ একর জমি সংক্রান্ত ভুয়ো সম্মতিপত্র তৈরি করেছিলেন। অভিযোগ, ওই জাল নথির ভিত্তিতেই 'সানটেক সিটি' নামে বৃহৎ আবাসন প্রকল্পের জন্য সিএলইউ অনুমোদন আদায় করা হয়।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, জমির মালিকদের জাল স্বাক্ষর ও বুড়ো আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে সরকারি অনুমতি সংগ্রহ করা হয়েছিল।

ইডি আরও জানিয়েছে, গত ৭ মে ইন্ডিয়ান কো-অপারেটিভ হাউস বিল্ডিং সোসাইটি এবং এবিএস টাউনশিপ প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে যুক্ত আটটি স্থানে তল্লাশি চালানো হয়।

তল্লাশির সময় এক লিয়াজোঁ ব্যবসায়ী নীতিন গোয়েলের বাড়ির বারান্দা থেকে ২১ লক্ষ টাকা নিচে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়া সেই টাকা উদ্ধার করে ইডি আধিকারিকরা।

তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, অজয় সেহগল শুধু আবাসিক প্লট নয়, 'লা ক্যানেলা' আবাসন প্রকল্প এবং 'ডিস্ট্রিক্ট ৭' বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। অভিযোগ, এই প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেও জাল সম্মতিপত্র ব্যবহার করে সিএলইউ অনুমতি নেওয়া হয়েছিল।

ইডি-র দাবি, রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি (রেরা)-র যথাযথ অনুমোদন ও নথিভুক্তি পাওয়ার আগেই প্রকল্পগুলির ইউনিট বিক্রি করা হচ্ছিল। এই ধরনের অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে ২০০ কোটিরও বেশি টাকার বিক্রি হয়েছে বলে অভিযোগ।

এছাড়াও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য নির্ধারিত প্লট এখনও পর্যন্ত জিএমএডিএ-র এস্টেট অফিসারের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি বলেও জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

ইডি জানিয়েছে, পাঞ্জাব রিজিওনাল অ্যান্ড টাউন প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আইনের ধারা ৯০ অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে মাত্র ৩০ একর জমির আংশিক সিএলইউ বাতিল করা হয়েছিল।

এই ঘটনায় টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং দফতর এবং গ্রেটার মোহালি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (জিএমএডিএ)-র কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিকের ভূমিকাও তদন্তের আওতায় রয়েছে।

ইডি সূত্রে ইঙ্গিত, এই মামলায় আরও গ্রেফতারি হতে পারে এবং তদন্তের জাল উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দিকেও পৌঁছাতে পারে, যাঁরা অভিযুক্তদের বেআইনি সুবিধা পাইয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন বলে অভিযোগ।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# মণিপুরে ছয় নাগা গ্রামবাসী অপহরণকাণ্ডে এনআইএ তদন্তের ঘোষণা

ইম্ফল, ২৩ মে (আইএএনএস): মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইয়ুমনাম খেমচাঁদ সিং শনিবার ঘোষণা করেছেন যে, ছয় নাগা গ্রামবাসী অপহরণের ঘটনায় তদন্তভার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল (ইউএনসি)-এর ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্যের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কাঙপোকপি জেলার কনসাখুল গ্রাম থেকে অপহৃত ছয় নাগা গ্রামবাসীর মামলার তদন্ত করবে এনআইএ। পাশাপাশি, ১৩ মে কাঙপোকপি জেলায় তিন চার্চ নেতার হত্যার ঘটনাও ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৪ মে থেকে অপহৃত নাগা গ্রামবাসীদের খোঁজে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে। তিনি আরও জানান, সাম্প্রতিক অশান্তির শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত আটক অবস্থায় থাকা ১৪ কুকি নাগরিকের মুক্তির ক্ষেত্রেও ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিলকে সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়েছে।

কুকি সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছেও মুখ্যমন্ত্রী আবেদন জানান, যাতে তারা নিখোঁজ নাগা গ্রামবাসীদের খুঁজে বের করতে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসনকে সহযোগিতা করেন। রাজ্যে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত সম্প্রদায়কে শান্তি ফিরিয়ে আনতে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সরকারের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে হবে।

ইউএনসি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সভাপতি এন.জি. লোরহো। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী লোসি দিখো, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কন্থৌজাম গোবিন্দাস সিং এবং একাধিক নাগা বিধায়ক। বৈঠকে ইউএনসি প্রতিনিধি দল অপহৃত ছয় নাগা গ্রামবাসীকে দ্রুত উদ্ধার করতে সরকারের কাছে জোর দাবি জানায়।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ১৩ মে-র ঘটনার পর কাঙপোকপি ও সেনাপতি জেলায় কুকি ও নাগা সম্প্রদায়ভুক্ত অন্তত ৫০ জনকে বিভিন্ন গোষ্ঠী আটক করেছিল। প্রশাসন, সমাজনেতা এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে ১৪ ও ১৫ মে প্রায় ৩০ জনকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

এদিকে, পাহাড়ি জেলাগুলিতে এখনও উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে ১৩ মে কাঙপোকপি জেলায় তিন কুকি-জো চার্চ নেতার নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং আরও চারজন আহত হওয়ার ঘটনার পর নাগা ও কুকি-জো সম্প্রদায় পৃথকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

কুকি ইনপি মণিপুর (কেআইএম) ১৩ মে মধ্যরাত থেকে সম্পূর্ণ বন্‌ধের ডাক দেওয়ার পর কুকি-জো অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে, বিশেষত কাঙপোকপি জেলায়, জনজীবন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। কেআইএম কুকি উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্যতম শীর্ষ সংগঠন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

# মোহনপুরে হনুমান চালিসা পাঠ, ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ ও নেশাবিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে: মোহনপুর বিধানসভার আমগাছিয়া পঞ্চায়েতের কালিকামুড়া এলাকাস্থিত শ্রী শ্রী নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও বীর হনুমান মন্দির এবং মন্দির ট্রাস্টের উদ্যোগে এক সমাজসেবামূলক ধর্মীয় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। "শ্রীখালীন" অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ক্রীড়া ও সমাজ সচেতনতার বার্তাও তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে মোহনপুর বিধানসভার কলকলিয়া পঞ্চায়েতের সীতারাম কুন্ডু পাড়ায় স্থানীয়দের নিয়ে হনুমান চালিসা পাঠের মাধ্যমে কর্মসূচির শুভ সূচনা করা হয়। পরে এলাকার যুবকদের মধ্যে ক্রিকেট ব্যাট, বল ও ফুটবল সহ বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কলা সামগ্রীও বিতরণ করেন উদ্যোক্তারা।

এদিন নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে স্থানীয় যুবক-যুবতী, মহিলা ও পুরুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালানো হয়। সচেতনতা বার্তায় তুলে ধরা হয়, কীভাবে নেশা মানুষের জীবন, পরিবার ও সমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। পাশাপাশি খেলাধুলা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলেও উল্লেখ করা হয়।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক গোপাল সরকার, চিরঞ্জিত সূত্রধর, মিঠন সরকার এবং মন্দির ও ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সুব্রত সরকার সহ এলাকার বহু মানুষ। অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দির ও ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সুব্রত সরকার সমাজকল্যাণমূলক ও নেশাবিরোধী কর্মসূচির গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

# ত্বিশা শর্মা মৃত্যুকাণ্ডে নতুন মোড়, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে সেলুনে যাওয়ার সিসিটিভি সামনে

ভোপাল, ২৩ মে (আইএএনএস) : ত্বিশা শর্মার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড় এনে দিল একটি সিসিটিভি ফুটেজ। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে ভোপালের একটি বিউটি সেলুনে ত্বিশার উপস্থিতির ভিডিও সামনে আসতেই তদন্তে নতুন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সেলুনের মালিক কিরণ পরিহারের দাবি, গত ১২ মে দুপুর প্রায় ৩টা ১২ মিনিট নাগাদ ত্বিশা সেলুনে আসেন এবং সেখানে প্রায় তিন ঘণ্টা ছিলেন। ওই সময় তিনি হেড ম্যাসাজ ও পেডিকিওর করান। সন্ধ্যা প্রায় ৬টা ১৫ মিনিটে তিনি সেলুন থেকে বেরিয়ে যান।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সেলুনে থাকার সময় ত্বিশাকে স্বাভাবিক ও শান্ত দেখাচ্ছিল। তাঁর মধ্যে কোনও মানসিক অস্থিরতা বা উদ্বেগের লক্ষণ চোখে পড়েনি বলে দাবি করা হয়েছে।

কিরণ পরিহার জানান, ত্বিশা তাঁদের সেলুনের নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন এবং এর আগেও বহুবার সেখানে এসেছিলেন।

তিনি আরও জানান, ত্বিশার মৃত্যুর পরদিন সকালে তাঁর শাশুড়ি, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গিরিবালা সেলুনে যোগাযোগ করেন। তিনি বারবার জানতে চান ত্বিশা কখন এসেছিলেন ও কখন বেরিয়েছিলেন, কোনও টাকা পরিশোধ করেছিলেন কি না এবং সেলুনে তাঁর উপস্থিতির কোনও প্রমাণ রয়েছে কি না।

পরিহারের বক্তব্য অনুযায়ী, ত্বিশা ওইদিন কোনও টাকা দেননি, কারণ আগে থেকেই তাঁর একটি প্রিপেইড প্যাকেজ ছিল, যা তিনি ভাইয়ের বিয়ের সময় কিনেছিলেন।

সেলুন মালিকের দাবি, পরে গিরিবালা সিং বিশেষভাবে সিসিটিভি ফুটেজ চেয়ে পাঠান এবং জানান যে ত্বিশা আত্মহত্যা করেছেন।

এর কিছুক্ষণ পর কালো-সাদা পোশাক পরা পাঁচ থেকে ছয়জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি সেলুনে আসেন। তাঁদের দেখতে আইনজীবীদের মতো লাগছিল এবং তাঁরা নিজেদের পুলিশ পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি করেন। এরপর সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়।

জানা গিয়েছে, সিসিটিভি টেকনিশিয়ান রোহিত বিশ্বকর্মা ১২ মে গভীর রাতে গিরিবালা সিংয়ের বাড়িতেও গিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, ১২ মে ভোপালে শ্বশুরবাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় ত্বিশা শর্মার দেহ।

ত্বিশার পরিবারের অভিযোগ, তাঁর স্বামী সমর্থ সিং এবং শাশুড়ি গিরিবালা সিং দীর্ঘদিন ধরে মানসিক নির্যাতন ও পণের দাবিতে অত্যাচার চালাতেন। ঘটনার পর থেকে ১০ দিন ধরে নিখোঁজ থাকা ত্বিশার স্বামী-কে শুক্রবার জবলপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার ভোরে তাঁকে ভোপালে নিয়ে আসা হয়।

# ত্বিশা শর্মা মৃত্যুকাণ্ডে সমর্থ সিংকে ৭ দিনের রিমান্ডে চাবে পুলিশ

ভোপাল, ২৩ মে (আইএএনএস) : ত্বিশা শর্মার কথিত পণপ্রথা-জনিত মৃত্যুর মামলায় তাঁর স্বামী সমর্থ সিং-কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৭ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করবে ভোপাল পুলিশ। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এই তথ্য জানান ভোপাল পুলিশ কমিশনার।

পুলিশ কমিশনার জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় জবলপুর থেকে হেফাজতে নেওয়ার পর গভীর রাতে সমর্থ সিংকে ভোপালে নিয়ে আসা হয়।

তিনি বলেন, "প্রথমে তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হবে এবং আদালতে পিআর দাখিল করা হবে। এরপর আমরা ৭ দিনের রিমান্ড চাইব। তাঁকে গভীর রাতে আনা হয়েছে। কিছু প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে। আরও জিজ্ঞাসাবাদের পরই বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব হবে।"

কমিশনার আরও সতর্ক করে বলেন, গত ১০ দিন ধরে সমর্থ সিং পলাতক থাকার সময় যদি কেউ তাঁকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, "তদন্তে যদি সামনে আসে কেউ তাঁকে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

জবলপুর জেলা আদালতে শুক্রবারের ঘটনাপ্রসঙ্গে সঞ্জয় সিং জানান, সমর্থ সিং আদালতে আত্মসমর্পণ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু আদালত তা অনুমোদন করেনি।

কমিশনারের কথায়, "তিনি জবলপুর আদালতে আত্মসমর্পণের জন্য গিয়েছিলেন, কিন্তু আদালত তাঁকে আত্মসমর্পণের অনুমতি দেয়নি। সেই সময় আমাদের দলও সেখানে উপস্থিত ছিল। পরে জবলপুর পুলিশের সহায়তায় তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়।"

উল্লেখ্য, গত ১২ মে ভোপালের বাগ মুগালিয়া এক্সটেনশনে শ্বশুরবাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় ত্বিশা শর্মার দেহ। ঘটনার পর থেকেই সমর্থ সিং নিখোঁজ ছিলেন।

এদিকে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অনিল শর্মা। তিনি জানান, তদন্ত সম্পূর্ণ আইন মেনেই করা হয়েছে এবং পুলিশের তরফে কোনও অবহেলা হয়নি।

তিনি বলেন, "এই মামলায় কোনও রকম ঢিলেমি করা হয়নি। তদন্তে প্রভাবশালী ও সাধারণ উভয় পক্ষই থাকতে পারেন, কিন্তু পুলিশ সর্বদা আইন ও নির্ধারিত পদ্ধতি মেনেই কাজ করে।"

অতিরিক্ত ডিসিপি আরও জানান, সমর্থ সিংকে খুঁজে বের করতে ভোপাল পুলিশ জবলপুর জেলা পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে অভিযান চালায়। যদিও ভোপাল পুলিশের দাবি, সমর্থ সিংকে জবলপুর জেলা আদালত চত্বর থেকেই গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁর আইনজীবীর দাবি তিনি স্বেচ্ছায় আদালতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

# তেলিয়ামুড়ায় বিজেপির দুইদিনব্যাপী "পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান-২০২৬" শুরু

তেলিয়ামুড়া, ২৩ মে: ভারতীয় জনতা পার্টি তেলিয়ামুড়া মন্ডলের উদ্যোগে শনিবার থেকে তেলিয়ামুড়াস্থিত কবি নজরুল বিদ্যাভবনে শুরু হল দুইদিনব্যাপী "পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান-২০২৬" কর্মশালা। দলীয় সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা, কর্মীদের আদর্শগত ও সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্মসূচিকে সামনে রেখে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব তাপদ ভট্টাচার্য, তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়, খোয়াই জেলার একাধিক দলীয় নেতৃত্ব, মন্ডল ও বুথস্তরের পদাধিকারী সহ বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক।

বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় বলেন, এই প্রশিক্ষণ শিবিরে সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, দলের আদর্শ ও নীতি সম্পর্কে কর্মীদের আরও সুসংহত ধারণা প্রদান এবং সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পৌঁছে দেওয়ার কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি বুথস্তরে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে বিভিন্ন দিকনির্দেশনাও প্রদান করা হবে কর্মীদের।

তিনি আরও বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের দর্শন ও আদর্শকে সামনে রেখে বিজেপি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন মন্ডলে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে।

এছাড়াও এই দুইদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এবং বিধায়ক সুশান্ত দেব। তাঁদের বক্তব্য ও দিকনির্দেশনা কর্মীদের আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করছে দলীয় কর্মীরা।

## প্রচুর ইয়াবা সহ আটক চালক

● প্রথম পাতার পর

দেববর্মা সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া ইয়াবার কালোবাজারি মূল্য প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এই ঘটনায় গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিশ। কোথা থেকে এই মাদক আনা হচ্ছিল এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

## অটো দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৪

● প্রথম পাতার পর

আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। অপর দুইজন বর্তমানে বিশালগড় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

## বৈশ্বিক সংকটের

● প্রথম পাতার পর

ওং এবং জাপানের বিদেশমন্ত্রী তোশিমিতসু মোতেগি-ও ওই বৈঠকে যোগ দিতে ভারতে আসছেন।

ভারত সফরের আগে রুবিও জানান, হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ বিঘ্নের প্রেক্ষাপটে ওয়াশিংটন ভারতের সঙ্গে জ্বালানি সম্পর্ক সম্প্রসারণ এবং কোয়াডের মাধ্যমে সমন্বয় আরও গভীর করতে আগ্রহী। তিনি ভারতকে "দারুণ মিত্র" এবং "বিশ্বস্ত অংশীদার" বলেও উল্লেখ করেন।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, রুবিওর এই সফর ভারত-আমেরিকা বিস্তৃত বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করবে।

## রাস্তা পরিদর্শনে গিয়ে গ্রামবাসীদের

● প্রথম পাতার পর

বর্তমানে গোটা রাস্তাজুড়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হওয়ায় যান চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

সম্প্রতি বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসার পর শনিবার পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এসডিও সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং ঠিকাদার সংস্থার প্রতিনিধিরা এলাকা পরিদর্শনে যান। তাদের দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন নিখিল সরকার পাড়ার বাসিন্দারা। অল্প সময়ের মধ্যেই শতাধিক মহিলা-পুরুষ আধিকারিকদের ঘেরাও করে রাস্তা সংস্কারে দীর্ঘ বিলম্বের কারণ জানতে চান।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই রাস্তার উপর নির্ভর করে এলাকার কৃষক, মৎস্যজীবী, মরিচ চাষি ও সাধারণ মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন। অথচ দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সকলকে।

বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাস্তা নির্মাণের নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করে লিখিত প্রতিশ্রুতি না দিলে কাউকেই এলাকা ছাড়তে দেওয়া হবে না। পরিস্থিতি সামাল দিতে বেশ কিছু সময় ধরে স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা চালান পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

## আইজিএমে চিকিৎসা না

● প্রথম পাতার পর

জিবি হাসপাতালে ছুটে যান। ঘটনায় তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রশ্ন তোলেন, রাজ্যের একটি বড় সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কেন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা থাকবে না।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অনেকের বক্তব্য, যেখানে "সেবাই ধর্ম" চিকিৎসকদের মূল অঙ্গীকার হওয়ার কথা, সেখানে একাংশের চিকিৎসকদের দায়সারা মনোভাব স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীর অধীনেই রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কার্যকারিতা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

## গাঁজাসহ যুবক আটক

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা নেওয়া হয়েছে। শনিবার তাকে আদালতে পেশ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ।

ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রেলপথে এই নেশা সামগ্রী কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর এক

● প্রথম পাতার পর

মালবাহী গাড়িটি রঞ্জিত ভট্টাচার্যীকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়দের সহায়তায় অটোচালক বিমল দেবনাথ আহত ব্যক্তিকে দ্রুত বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন রঞ্জিত ভট্টাচার্যী। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পলাতক গাড়ি ও চালকের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# াঙ্গন

## এশিয়ান গেমস ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার অনুমতি পেলেন ভিনেশ ফোগাট, স্বস্তি দিল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (আইএএনএস): ভারতীয় মহিলা কুস্তিগীর ভিনেশ ফোগাটকে এশিয়ান গেমস ২০২৬-এর নির্বাচনী ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিল দিল্লি হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, মাতৃত্বকে কোনওভাবেই "অক্ষমতা" বা পেশাগত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার কারণ হিসেবে দেখা যায় না।

প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (ডব্লিউএফআই)-এর নির্বাচনী নীতির সমালোচনা করে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৩০ ও ৩১ মে অনুষ্ঠিত ট্রায়ালে ভিনেশকে অংশ নিতে দিতে হবে। পাশাপাশি গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভিডিও রেকর্ডিং করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালত পর্যবেক্ষণে বলেছে, মাতৃত্ব জীবনের একটি স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই মহিলা ক্রীড়াবিদদের ক্ষেত্রে এটি কখনও বঞ্চনা বা প্রান্তিককরণের কারণ হতে পারে না।

সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতির অন্তর্বর্তী নির্দেশের বিরুদ্ধে ভিনেশ ফোগাটের করা আবেদনের শুনানিতে আদালত জানায়, তিনবারের অলিম্পিয়ান কুস্তিগীর ডব্লিউএফআই-এর এশিয়ান গেমস নির্বাচন নীতির বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে যথেষ্ট যুক্তি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

ডব্লিউএফআই-এর নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৫ ও ২০২৬ সালে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিযোগিতায় পদকজয়ীরাই ট্রায়ালে অংশ নিতে পারতেন। কিন্তু আদালত জানায়, এই নীতিতে মাতৃত্বজনিত বিরতি এবং সন্তান জন্মের পর পুনরুদ্ধারের সময়কালকে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, বর্তমান ক্ষেত্রে আবেদনকারীর নির্বাচনী ট্রায়াল থেকে বাদ পড়ার মূল কারণ তাঁর মাতৃত্বজনিত বিরতি এবং সাময়িক অবসর।

আদালত ডব্লিউএফআই-এর জারি করা শোকজ নোটিসের ভাষারও কড়া সমালোচনা করে। বিশেষ করে, প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪-এর ফাইনালে ওজন পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ভিনেশের অযোগ্য ঘোষণাকে "জাতীয় লজ্জা" বলে উল্লেখ করাকে আদালত "অত্যন্ত নিন্দনীয়" বলে মন্তব্য করেছে।

আদালত জানায়, এই মন্তব্যগুলি "পূর্বপরিকল্পিত" এবং "প্রতিহিংসাপরায়ণ" বলেই মনে হচ্ছে, বিশেষ করে যখন কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস (সিএএস) ইতিমধ্যেই জানিয়েছে যে ভিনেশের কোনও ভুল ছিল না।

ডিভিশন বেঞ্চ আরও বলেছে, গর্ভাবস্থা এবং সন্তান জন্ম দেওয়া মহিলা ক্রীড়াবিদদের জন্য অসাধারণ শারীরিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। তাই ক্রীড়া সংক্রান্ত নীতিমালায় এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা যায় না।

আদালত সংবিধানের ১৪ এবং ২১ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে জানিয়েছে, গর্ভাবস্থা বা সন্তান জন্মের পর পুনরুদ্ধারের কারণে কোনও নারীকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অসুবিধায় ফেলা বৈষম্যমূলক এবং সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থী।

ডব্লিউএফআই-এর আগের নিয়মাবলীর প্রসঙ্গ টেনে আদালত জানায়, অতীতে "আইকনিক প্লেয়ার"-দের ক্ষেত্রে সাধারণ যোগ্যতার নিয়মে ছাড় দেওয়া হয়েছে। সেই তুলনায় নতুন নীতিকে "উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি" এবং প্রাথমিকভাবে "খামখেয়ালি" বলে মনে হচ্ছে।

আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে, ভারতীয় ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ (এসএআই) এবং ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা (আইওএ)-র পক্ষ থেকে দু'জন স্বাধীন পর্যবেক্ষক ট্রায়াল প্রক্রিয়া তদারকি করবেন এবং রিপোর্ট জমা দেবেন। তবে আদালত স্পষ্ট করেছে, মামলার মূল বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত মতামত দেওয়া হয়নি। ডব্লিউএফআই-এর নীতি, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং শোকজ নোটিসের বৈধতা সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তি হবে বিচারাধীন মূল মামলায়।

ভিনেশ ফোগাট তাঁর আবেদনে দাবি করেছিলেন, মাতৃত্বজনিত বিরতির বিষয়টি আন্তর্জাতিক টেস্টিং এজেন্সি (আইটিএ), ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিং (ইউডব্লিউডব্লিউ) এবং এসএআই-কে জানানো সত্ত্বেও তাঁকে ২৬ জুন ২০২৬ পর্যন্ত ডব্লিউএফআই-এর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

শুনানিতে ডব্লিউএফআই দাবি করেছিল, নিয়ম সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এবং কাউকে আলাদা ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা ফেডারেশনের নেই। তবে আদালত জানায়, যদি ভিনেশকে আসন্ন ট্রায়ালে অংশ নিতে না দেওয়া হয়, তাহলে বিচারাধীন মামলাটিই অর্থহীন হয়ে পড়বে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, খেলাধুলা এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে আবেদনকারীকে নির্বাচনী ট্রায়ালে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া জরুরি।

## আইপিএলে করমর্দন বিতর্ক, হেড হাত বাড়ালেও এড়িয়ে গেলেন কোহলি, ম্যাচে কথা কাটাকাটির জের

আইপিএলে নতুন বিতর্ক। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের পর ট্র্যাভিস হেডের সঙ্গে করমর্দন করলেন না বিরাট কোহলি। হায়দরাবাদের অন্য ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন করলেও অস্ট্রেলীয় ব্যাটারকে এড়িয়ে গিয়েছেন কোহলি।

শুক্রবার হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু ম্যাচের মেজাজ ছিল কিছুটা চড়া। মাঝে মধ্যেই কথা চলাচালি হয়েছে দু'দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে। পরিস্থিতি অবশ্য কখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। তবে খেলা শেষ হওয়ার পর কোহলির আচরণ নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। প্যাট কামিন্স, ঈশান কিশনদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে করমর্দন করলেও হেডকে এড়িয়ে গিয়েছেন কোহলি। হেড করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেও সাড়া দেননি কোহলি। পরিস্থিতি জটিল না করে এগিয়ে যান বিস্মিত হেড। এই ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

ম্যাচে হেড আউট হওয়ার পর কোহলিকে আগ্রাসী ভাবে উচ্ছ্বাস করতে দেখা গিয়েছিল। আবার কোহলি ব্যাট করার সময় হেডের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। এক সময় হেডকে বল করতেও বলেন কোহলি। তবে তাঁদের মধ্যে কী নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়, তা জানা যায়নি। কোহলি কেন হেডের সঙ্গে করমর্দন করতে চাননি, তা-ও জানা যায়নি।

হায়দরাবাদের ৪ উইকেটে ২৫৫ রানের জবাবে বেঙ্গালুরু করে ৪ উইকেটে ২০০। হেড করেন ১৬ বলে ২৬। কোহলি ১১ বলে ১৫। ব্যাট হাতে কেউই সাফল্য পাননি। তবে রজত পাটীদারকে আউট করে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে দলের সহজ জয় নিশ্চিত করেন হেড। মনে করা হচ্ছে, ম্যাচের সময় উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে বিরক্ত কোহলি সচেতন ভাবেই এড়িয়ে গিয়েছেন হেডকে।

## আইপিএলে করমর্দন বিতর্ক, হেড হাত বাড়ালেও এড়িয়ে গেলেন কোহলি, ম্যাচে কথা কাটাকাটির জের

আইপিএলে নতুন বিতর্ক। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের পর ট্র্যাভিস হেডের সঙ্গে করমর্দন করলেন না বিরাট কোহলি। হায়দরাবাদের অন্য ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন করলেও অস্ট্রেলীয় ব্যাটারকে এড়িয়ে গিয়েছেন কোহলি।

শুক্রবার হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু ম্যাচের মেজাজ ছিল কিছুটা চড়া। মাঝে মধ্যেই কথা চলাচালি হয়েছে দু'দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে। পরিস্থিতি অবশ্য কখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। তবে খেলা শেষ হওয়ার পর কোহলির আচরণ নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। প্যাট কামিন্স, ঈশান কিশনদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে করমর্দন করলেও হেডকে এড়িয়ে গিয়েছেন কোহলি। হেড করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেও সাড়া দেননি কোহলি। পরিস্থিতি জটিল না করে এগিয়ে যান বিস্মিত হেড। এই ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

ম্যাচে হেড আউট হওয়ার পর কোহলিকে আগ্রাসী ভাবে উচ্ছ্বাস করতে দেখা গিয়েছিল। আবার কোহলি ব্যাট করার সময় হেডের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। এক সময় হেডকে বল করতেও বলেন কোহলি। তবে তাঁদের মধ্যে কী নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়, তা জানা যায়নি। কোহলি কেন হেডের সঙ্গে করমর্দন করতে চাননি, তা-ও জানা যায়নি।

হায়দরাবাদের ৪ উইকেটে ২৫৫ রানের জবাবে বেঙ্গালুরু করে ৪ উইকেটে ২০০। হেড করেন ১৬ বলে ২৬। কোহলি ১১ বলে ১৫। ব্যাট হাতে কেউই সাফল্য পাননি। তবে রজত পাটীদারকে আউট করে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে দলের সহজ জয় নিশ্চিত করেন হেড। মনে করা হচ্ছে, ম্যাচের সময় উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে বিরক্ত কোহলি সচেতন ভাবেই এড়িয়ে গিয়েছেন হেডকে।

## রাজ্যভিত্তিক মোয়েথাই চ্যাম্পিয়নশিপ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের মার্শাল আর্ট প্রেমীদের জন্য সুখবর দিয়ে আগামীকাল রবিবার থেকে আগরতলায় শুরু হতে যাচ্ছে 'ত্রিপুরা স্টেট মোয়েথাই চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬'। মোয়েথাই অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে আয়োজিত এই মেগা রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে নেতাজি চৌমুহনিস্থিত এনএসআরসিসি বক্সিং হলে। এই হেভিওয়েট টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামীকাল ঠিক দুপুর বারোটায়, যেখানে উদ্বোধনী মঞ্চ আলো করে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ এবং ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত আধিকারিকগণ। এবারের চ্যাম্পিয়নশিপে মূল আকর্ষণ হতে যাচ্ছে রাজ্যের আটটি জেলা থেকে উঠে আসা সেরা প্রতিভারা, কারণ মোয়েথাই অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার অনুমোদিত জেলা সংস্থাগুলির মাধ্যমে কড়া বাছাই পর্ব পেরিয়ে নির্বাচিত দুই শতাধিক পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড় এই আসরে নামছেন। বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক এবং ওজন ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে এই প্রতিযোগীরা রিংয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে একে অপরের মুখোমুখি হবেন। ক্রীড়া মহলের মতে, এই টুর্নামেন্ট থেকে আগামী দিনে জাতীয় স্তরের জন্য রাজ্যের সেরা মোয়েথাই খেলোয়াড়দের বেছে নেওয়া সহজ হবে। অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি অজয় রায় রাজ্যের সমস্ত ক্রীড়ামোদী জনতাকে এই রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের সাক্ষী থাকতে এবং খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে এনএসআরসিসি বক্সিং হলে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত আহ্বান জানিয়েছেন।

## সদর এ দলের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত, সোনামুড়াও জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। জয়ের হ্যাট্রিক সদর এ দলের। ভাইটাল ম্যাচে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ জিরানিয়াকে আট উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সদর এ দলের ছেলেরা একদিকে যেমন টানা, তৃতীয় জয় অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। অপরদিকে টুর্নামেন্টের মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে আজ শনিবার নীপকো গ্রাউন্ডে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সদর এ দল আট উইকেট জয় পেয়েছে জিরানিয়া কে পরাজিত করে। সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সদর এ দল প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে জিরানিয়া ৩৮ ওভার ৩ বল খেলে ১০৭ রানে ইনিংস করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সদর এ দল ২৪ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে আরিয়ান সিং ব্যাটিংয়ে সর্বাধিক ৩৬ রান এবং বোলিংয়ে ২৪ রানে তিনটি উইকেট তথা অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব জিতে নিয়েছে। এদিকে, এ গ্রুপের অপর খেলায় বিশেষ করে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে সোনামুড়া দল ৫ উইকেটের ব্যবধানে মোহনপুর কে পরাজিত করে দ্বিতীয় জয় ছিনিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার আশা দিয়ে রেখেছে। রানীর বাজার গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মোহনপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩৮ ওভার ৪ বল খেলে ৮৮ রানে ইনিংস শেষ করে। ইতোমধ্যে বৃষ্টিতে খেলা থামিয়ে রাখতে হয় বলে পরবর্তী সময়ে সোনামুড়ার সামনে জয়ের জন্য ৩২ ওভারে ৭২ রানের টার্গেট ধরা হয়। জবাবে ব্যাট করতে নামলে সোনামুড়ার ছেলেরা ২০ ওভার ৪ বল খেলে আট উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে প্রিয়াংশু রুদ্র পাল দুর্দান্ত বল করে ১৪ রানে তিনটি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

## আমবাসাকে হারিয়ে সদর বি জয়ী খোয়াইয়ের বিজয় রথ থামলো বিশালগড়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে সদর বি দল। হারিয়েছে প্রতিপক্ষ আমবাসাকে নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে উদয়পুরের কেবিআই গ্রাউন্ডে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় সদর বি দল ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে আমবাসা কে পরাজিত করেছে। সকাল ৯টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে আমবাসা প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৪ ওভার ৫ বল খেলে ৬১ রানে ইনিংস শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সদর বি দলের ছেলেরা নয় ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়ে জয় এর প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে দ্বীপ সাহা এবং বিরাট সূত্রধর তিনটি করে উইকেট পেলেও অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে বিরাট পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে বি গ্রুপের অপর খেলায় বিশালগড় ৫১ রানের ব্যবধানে খোয়াইকে পরাজিত করেছে। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় বিশালগড়ের দ্বিতীয় জয় মূল পর্বে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে বিশালগড় নির্ধারিত চল্লিশ ওভারে ছয় উইকেটে ১৭৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩৪ ওভার দুই বল খেলে ১২২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিশালগড় এর পক্ষে নীল আকাশ চৌধুরীর ৪৯ রান এবং তন্ময় দেবনাথ ও সৌরভ দেবনাথ তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল। তবে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে সৌরভ পেয়েছে ম্যাচের সেরার খেতাব।

## সাব্রুমকে হারিয়ে ১ম জয় শান্তিরবাজারের কৈলাশহর ও কমলপুরের ম্যাচ পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে শান্তিরবাজার এর ছেলেরা। হারিয়েছে দুর্বল প্রতিপক্ষ সাব্রুমকে ৬৭ রানের ব্যবধানে। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে ডি গ্রুপের খেলায় শান্তির বাজার ৬৭ রানের ব্যবধানে শান্তি বাজার কে পরাজিত করেছে। উত্তর বিলোনিয়া গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস দিতে শান্তিরবাজার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ম্যাচের পরিধি কমিয়ে ৩৭ ওভার করা হয়। শান্তির বাজার ৩৭ ওভার খেলে নয় উইকেটে ১৪৮ টন সংগ্রহ করে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে সাব্রুম ৩৪ ওভার ৪ বল খেলে ৮১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের পক্ষে নিশান বৈষ্ণব একত্রিশ রান পায়।পথার নোয়াতিয়া নয় রানে ৩টি উইকেট পেলেও প্রিয়মন রায় আট রানে দুটি উইকেট পায় এবং অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

এদিকে গ্রুপ সি এর কমলপুর ও কৈলাশহরের ম্যাচটি ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে। উভয় দল দুই-দুই করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে।

## বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচে কি খেলতে পারবেন মার্তিনেজ

বিশ্বকাপ শুরু হতে ১৯ দিন বাকি। এর মধ্যে গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে নিয়ে খানিকটা দুশ্চিন্তায় পড়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। আঙুলে চোট পাওয়ায় বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচে মার্তিনেজ খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

ফ্রাইবুর্গকে গত বুধবার রাতে ৩-০ গোলে হারিয়ে ইউরোপা লিগ ফাইনাল জেতে অ্যাস্টন ভিলা। আঙুলে চোট নিয়েই এ ম্যাচে ভিলার পোস্টে দাঁড়ান মার্তিনেজ। ফাইনালের আগে অনুশীলনে ডান হাতের অনামিকায় চোট পান মার্তিনেজ। আঙুলটি সামান্য মচকে গেছে। অস্ত্রোপচারের দরকার হবে না অবশ্য। আর্জেন্টিনা দলের আশা, বিশ্বকাপে তাদের প্রথম ম্যাচের আগেই মার্তিনেজ সুস্থ হয়ে উঠবেন।তবে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'ওলে' জানিয়েছে, মার্তিনেজের সুস্থ হয়ে উঠতে কমপক্ষে ২০ দিন লাগবে। ওদিকে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ ১৬ জুন, কানশাস সিটিতে আলজেরিয়ার মুখোমুখি হয়ে শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে লিওনেল স্কালোনির দল। বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ১১ জুন।টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, এই ম্যাচের আগে মার্তিনেজের সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি। তবে সমস্যা হলো, বিষয়টির নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন, আবার না-ও পারেন। সেরে না উঠলে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচে হয়তো দেখা যাবে না মার্তিনেজকে।তবে এরই মধ্যে একটি বিষয় নিশ্চিত, বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনার দুটি প্রীতি ম্যাচে মার্তিনেজকে দেখা যাবে না। ৬ জুন টেক্সাসে প্রস্তুতি ম্যাচে হন্ডুরাসের মুখোমুখি হবে স্কালোনির দল। আলাবামায় ৯ জুন দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ আইসল্যান্ড।

আর্জেন্টিনার সর্বশেষ বিশ্বকাপ জয়ে দারুণ ভূমিকা ছিল মার্তিনেজের। সেবার 'গোল্ডেন গ্লাভস' পুরস্কারজয়ী মার্তিনেজ ফাইনালে শেষ দিকে ফ্রান্সের কোলো মুয়ানির শটে নিশ্চিত গোল বাঁচান। টাইব্রেকারে কিংসলে কোমানের শটও ঠেকান মার্তিনেজ। ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৭টি ফাইনাল খেলে সব কটি জিতেছেন মার্তিনেজ। বোঝাই যাচ্ছে, এবার বিশ্বকাপে মার্তিনেজ আর্জেন্টিনার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ।

## শেষ ম্যাচে ইডেনে চাঁদের হাট, এক মঞ্চে কপিল-বর্ডার-সৌরভরা ! থাকছে লেজার শো

ইডেন গার্ডেন্সে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে মরণবাঁচন ম্যাচ খেলতে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। রবিবারের এই হাইভোল্টেজ লড়াইকে আরও স্মরণীয় করে তুলতে দর্শকদের জন্য রাখা হয়েছে বিশেষ আকর্ষণ। ম্যাচের বিরতিতে আয়োজন করা হবে এক অভিনব শো। যেখানে ইডেনের ঐতিহ্য আর বাংলা ক্রিকেটের সোনালি মুহূর্তগুলোকে মিলিয়ে তুলে ধরা হবে এক অনন্য কোলাজে।

কী সেই অনুষ্ঠান? ম্যাচের বিরতিতে লেজার শোয়ের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিশেষ সম্মান জানানো হবে কপিল দেব, অ্যালান বর্ডার, জগমোহন ডালমিয়া, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ভিভিএস লক্ষ্মণদের। প্রত্যেকের সঙ্গেই ইডেনের যোগসাজশ রয়েছে। ১৯৮৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপের লর্ডসের সেই ঐতিহাসিক দিন থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন যুগের সূচনা। কপিল দেবের নেতৃত্বে বিশ্বজয় শুধু ট্রফি এনে দেয়নি, দেশের ঘরে ঘরে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নও জাগিয়ে তুলেছিল।

তারপর ১৯৮৭ সালে ইডেন গার্ডেন্সে প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনাল। যেখানে অ্যালান বর্ডারের অস্ট্রেলিয়ার জয় আজও ক্রিকেট ইতিহাসে বিশেষ অধ্যায়। এর ঠিক দু'বছর পর, ১৯৮৯-এ বাংলা রঞ্জি ট্রফি জিতে নতুন দিশা দেখায়। সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই দল থেকেই উঠে আসেন বেহালার এক তরুণ প্রতিভা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনিই পরবর্তীতে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন। এই সময়েই বাংলা ক্রিকেট পায় এক দূরদর্শী প্রশাসক জগমোহন ডালমিয়া। তাঁর হাত ধরেই ক্রিকেটে টেলিভিশন সম্প্রচারের আর্থিক গুরুত্ব নতুনভাবে সামনে আসে। ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্বমঞ্চে আরও শক্ত অবস্থান তৈরি করে।

২০০১ সালে এই ইডেনেই ঘটে আর এক বিস্ময়। ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে ভিভিএস লক্ষ্মণ ও রাহুল দ্রাবিড়ের অবিশ্বাস্য জুটি এবং হরভজন সিংয়ের হ্যাটট্রিক ভারতকে এনে দেয় ঐতিহাসিক জয়। থামিয়ে দেয় স্টিভ ওয়র অস্ট্রেলিয়ার অশ্বমেধের ঘোড়া। পরবর্তী সময়ে আইপিএলেও এই শহরের দাপট স্পষ্ট। কলকাতা নাইট রাইডার্স ২০১২, ২০১৪ এবং ২০২৪ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়ে নতুন ইতিহাস গড়েছে। শাহরুখ খান ও গৌতম গম্ভীরের যুগলবন্দি এই সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি।

এই সমৃদ্ধ ইতিহাসকেই এবার এক নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে সিএবি। রবিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের বিরতিতে ইডেন গার্ডেন্সে আয়োজন করা হবে বিশেষ লেজার শো।

প্রায় ২ মিনিট ৪০ সেকেন্ডের এই প্রেজেন্টেশনে মাঠের ওপর গ্রাউন্ড ম্যাপিং প্রযুক্তির সাহায্যে দেখানো হবে ইডেনের ঐতিহাসিক মুহূর্ত, বাংলা ক্রিকেটের উত্থান, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদান, জগমোহন ডালমিয়ার প্রশাসনিক সাফল্য এবং কেকেআরের গৌরবগাঁথা। আলো নিভে যাওয়ার পর লেজারের ঝলকে সেই স্মৃতি যেন আবার জীবন্ত হয়ে উঠবে। যা ম্যাচের উত্তেজনাকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবে বলেই মনে করছে সিএবি।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023



# বেহালায় বিপ্লব দেবের সভামঞ্চে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে গ্রেপ্তার

কলকাতা, ২৩ মে : বেহালায় পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের সভার মঞ্চে আগুন লাগানোর ঘটনায় যার নাম উঠে এসেছিল, সেই তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লেকে অবশেষে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তোলাবাজি ও চাঁদাবাজির একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠছিল সুদীপ পোল্লের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, নির্মাণকাজ, দোকানপাট এবং স্থানীয় বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের উপর চাপ সৃষ্টি করে নিয়মিত টাকা তোলা হত। এই নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করার পর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে আসে তদন্তকারীদের।

এরপরই অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত কাউন্সিলরকে আদালতে তোলা হলে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

রাজনৈতিক মহলে এই গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বহুদিন ধরেই সুদীপ পোল্লের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, তোলাবাজি ও রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ ছিল। বিশেষ করে বেহালায় বিপ্লব কুমার দেবের সভামঞ্চে আগুন লাগানোর ঘটনায় তার নাম প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে বেহালায় বিজেপির একটি রাজনৈতিক সভার আগে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের সভামঞ্চে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সেই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বিজেপি নেতৃত্ব সরাসরি তৃণমূলের একাংশকে দায়ী করেছিল। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছিল। এই ঘটনায় রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি কাজ চললেও প্রশাসন নীরব ছিল। তবে সাম্প্রতিক গ্রেপ্তারির পর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

## ধর্মনগরে শুরু ৭ দিনব্যাপী নাট্য কর্মশালা, উদ্বোধনে বিধায়ক জহর চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ মে: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন "একলব্যের" উদ্যোগে ধর্মনগরে শুরু হল ৭ দিনব্যাপী নাট্য কর্মশালা। নাট্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মশালাকে ঘিরে সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন জহর চক্রবর্তী। প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বলেন, সমাজ গঠনে সংস্কৃতি ও নাট্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নতুন প্রজন্মকে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে এ ধরনের কর্মশালা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি আয়োজক সংস্থার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এমন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য দীপাল দাস সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ ও নাট্য অনুরাগীরা।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই ৭ দিনব্যাপী কর্মশালায় অভিনয়, সংলাপ উপস্থাপনা, মঞ্চ পরিচালনা এবং নাট্যচর্চার মৌলিক বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। কর্মশালাকে ঘিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

## সুপ্রিম কোর্টে জয়ী ৯ অনিয়মিত কর্মীকে সংবর্ধনা

আগরতলা, ২৩ মে : সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর জয়ী হওয়া নয়জন অনিয়মিত কর্মীকে সংবর্ধনা জানাল ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ। আজ রাজধানীর স্টুডেন্ট হেলথ হোমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের সংবর্ধিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের কনভেনার তথা বরিষ্ঠ আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন, সংগঠনের সম্পাদক রতন দেবনাথ সহ অন্যান্য সদস্যরা।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুরুষোত্তম রায় বর্মন জানান, নিয়মিতকরণের দাবিতে এই নয়জন অনিয়মিত কর্মী দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। মামলাটি ক্রমে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। তিনি বলেন, "দীর্ঘ সংগ্রামের পর শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট কর্মীদের পক্ষে রায় দেয় এবং সরকারকে তাদের নিয়মিতকরণের নির্দেশ প্রদান করে।"

তিনি আরও জানান, এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এক কর্মীর ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। তবুও বাকিরা লড়াই চালিয়ে গিয়ে ন্যায়বিচার আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। পুরুষোত্তম রায় বর্মনের মতে, সুপ্রিম কোর্টে জয়ী হওয়া এই অনিয়মিত কর্মীরাই ভবিষ্যতে রাজ্যের অন্যান্য অনিয়মিত কর্মচারীদের কাছে পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবেন।

# রাজ্যপালের সঙ্গে হরিয়ানা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে: হরিয়ানা থেকে একদল শিক্ষার্থী ত্রিপুরা সফরে এসে আজ লোক ভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত উদ্যোগের অধীনে যুব সঙ্গম ষষ্ঠ পর্বের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে হরিয়ানার শিক্ষার্থীরা ত্রিপুরা সফর করছেন।

এই সফরটি এন.আই.টি. কুরুক্ষেত্র এবং এন.আই.টি. আগরতলার যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে। সাক্ষাৎকালে শিক্ষার্থীরা ত্রিপুরা সফরের অভিজ্ঞতা রাজ্যপালের সামনে তুলে ধরেন। রাজ্যপাল তাদের ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করতে উৎসাহিত করেন।

সাক্ষাৎকারকালে এন.আই.টি. আগরতলার অধিকর্তা প্রফেসর শরৎ কুমার পাত্রা সহ এন.আই.টি. কুরুক্ষেত্র এবং এন.আই.টি. আগরতলার অন্যান্য ফ্যাকাল্টিগণ উপস্থিত ছিলেন।

## বঙ্গের নতুন নির্দেশিকা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস

আগরতলা, ২৩ মে : আরএসএস, বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারকে ধাপে ধাপে সংকুচিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে এমনটাই প্রতিক্রিয়া জানাল প্রদেশ কংগ্রেস।

প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলে, নতুন মুখ্যসচিবের জারি করা নির্দেশিকা সংবিধানের ৩০৯ ধারার পরিপন্থী এবং এটি মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ। ওই নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকার, সরকার অধিগৃহীত সংস্থা এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মী, শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষক ও চিকিৎসকরা সংবাদমাধ্যমে মত প্রকাশ, বিবৃতি প্রদান, সাহিত্য রচনা কিংবা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করতে পারবেন না বলে দাবি করা হয়েছে।

প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, এটি কেবল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-কর্মচারীদের সমস্যা নয়, বরং দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো ও ভবিষ্যতের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত একটি বিষয়। তাঁর অভিযোগ, "এক ব্যক্তি, এক ভোট, এক ভাষা, এক ধর্ম, একদল ও এক নেতার শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।"

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যের সকল গণতান্ত্রিক শিক্ষক-কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী, সংবাদমাধ্যমকর্মী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই নির্দেশিকা প্রত্যাহারের দাবিও জানানো হয়।

## ছেলের খোঁজ নিতে গিয়ে টিএসআর জওয়ানের হাতে আক্রান্ত বৃদ্ধ, চাঞ্চল্য গকুলনগরে

আগরতলা, ২৩ মে : ছেলের খোঁজ নিতে গিয়ে টিএসআর জওয়ানের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ উঠল এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে গকুলনগর রাস্তারমাথা এলাকায়। অভিযোগ, নারায়ণ দেবনাথের ছেলে সজল দেবনাথকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন টিএসআর জওয়ান বিজয় দাস। বিদেশে যাওয়ার পর থেকেই পরিবারের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সজলের। পরিবারের দাবি, প্রায় তিন বছর আগে সজল রাজ্যে ফিরে এলেও তিনি নিজের বাড়িতে না গিয়ে সরাসরি বিজয় দাসের বাড়িতে ওঠেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর তাঁকে ফের বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ পরিবারের।

এরপর থেকেই ছেলের খোঁজ জানতে বারবার বিজয় দাসের দ্বারস্থ হন নারায়ণ দেবনাথ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু প্রতিবারই তাঁদের হুমকি ও দুর্ব্যবহারের মুখে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ।

পরিবারের বক্তব্য, গত ১৯ মে রাস্তারমাথা এলাকায় নারায়ণ দেবনাথ ফের তাঁর ছেলে সজলের বিষয়ে জানতে চাইলে টিএসআর জওয়ান বিজয় দাস এবং তাঁর এক ভাতিজা বৃদ্ধের উপর চড়াও হন। অভিযোগ, তাঁকে মারধরও করা হয়।

ঘটনার পর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত বৃদ্ধ ও তাঁর পরিবার প্রশাসনের কাছে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

## অক্সিলিয়াম গার্লস' স্কুলে কৃতী ছাত্রীদের সংবর্ধনা, উপস্থিত বিচারপতি এম এস রামাচন্দ্র রাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে: অক্সিলিয়াম গার্লস' স্কুলের উদ্যোগে সিবিএসই বোর্ড পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানাতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনকারী মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম এস রামাচন্দ্র রাও। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ইভা সরোচ সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা কৃতী ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য কামনা করেন এবং শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছাত্রীদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত হয়।

## কৃতি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কৃষক ও দিব্যাঙ্গদের সম্মাননা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৩ মে: শিক্ষা, কৃষি ও সামাজিক উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বক্সনগর বিধানসভার বিধায়ক তফাজ্জল হোসেনের -এর উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা ও সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ১১০ জন কৃতি ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকেও সম্মাননা জানানো হয়।এদিন সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ৫২ জন দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিকে সামাজিক ভাতা প্রদান করেন বিধায়ক। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২১ জন কৃষকের হাতে মিনি পাওয়ার টিলার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্সনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা যশোদা ছেত্রী বলেন, বিধায়কের এই উদ্যোগ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি শিক্ষার্থীদের আরও বেশি পড়াশোনা করে দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।একই সঙ্গে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে বলেন, "বাল্যবিবাহ একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি।" এছাড়াও ছাত্রদের নেশা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন বলেন,শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা এবং কৃষকদের আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম প্রদান বর্তমান সময়ের অন্যতম প্রয়োজন। তিনি ভবিষ্যতেও এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাওয়ার আশ্বাস দেন। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "এখান থেকে কেউ ভবিষ্যতে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, কেউ মন্ত্রী, কেউ আইপিএস, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবেন। জীবনে বড় হতে হলে বড় স্বপ্ন দেখতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে।"তিনি আরও বলেন,দেশকে ভালোবাসলেই একজন প্রকৃত ভালো মানুষ হওয়া সম্ভব।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন স্বপ্না নম, বক্সনগর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জীব কুমার পাল এবং বক্সনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক।অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বুল্টি সরকার।পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ ও স্থানীয় মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি। এলাকার উন্নয়নমূলক এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত বিশিষ্টজন ও সাধারণ মানুষ।

## তিপ্রা মথায় একদিনে যোগ ৩৬৬ ভোটারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ মে: আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে জোরদার প্রচার শুরু করেছে তিপ্রা মথা। শনিবার ৩৬ শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে পৃথক তিনটি যোগদান সভার মাধ্যমে সিপিআই(এম) ও বিজেপি ছেড়ে ১৩৩ পরিবারের মোট ৩৬৬ জন ভোটার তিপ্রা মথায় যোগদান করেন।

প্রথম যোগদান সভাটি অনুষ্ঠিত হয় মধ্যটিলা গ্রামে। সেখানে ৪২ পরিবারের ১১০ জন ভোটার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে তিপ্রা মথার পতাকা হাতে তুলে নেন। দ্বিতীয় সভা হয় রাজাপুর এলাকায়, যেখানে ৬৩ পরিবারের ১৬৭ জন ভোটার দলে যোগ দেন। একই দিনে চরণ পাই পাড়ায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় সভায় আরও ২৮ পরিবারের ৮৯ জন ভোটার সিপিআই(এম) ও বিজেপি ত্যাগ করে তিপ্রা মথায় শামিল হন।

তিনটি সভাতেই প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরেন্দ্র রিয়াং, তিপ্রা মথার দক্ষিণ জোনাল জয়েন্ট চেয়ারম্যান। তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, জনগণের সমস্যা ও অভাব-অভিযোগের পাশে থেকে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। পাশাপাশি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর-এর আদর্শ সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। নবাগতদের আনুষ্ঠানিকভাবে দলে বরণ করে নেন কেনারাম রিয়াং, শাহ আলম মিয়া, নরেন রিয়াং, প্রবীন কুমার রিয়াং, প্রতাপ রিয়াং, অরূপ দেব এবং সেলিম মিয়া সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তিপ্রা মথার ধারাবাহিক প্রচার কর্মসূচি ও যোগদান সভাকে ঘিরে শান্তিরবাজার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনের আগে এই যোগদান কর্মসূচি এলাকায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের উপর চাপ বাড়িয়েছে।

## ৯৯.৯ শতাংশ শিশু ইতিমধ্যেই এম.আর.-১ টিকা গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ২৩ মে: ঊনকোটি জেলায় হাম ও রুবেলা সংক্রমণ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে আজ ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। জেলাশাসক কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, আমাদের পার্শবর্তী দেশ বাংলাদেশে হাম ও রুবেলার সংক্রমণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ায় ঊনকোটি জেলাতেও এই সংক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে।

# লেইক চৌমুহনী বাজারে বিনামূল্যে চক্ষু ও স্বাস্থ্য শিবির, উপস্থিত মেয়র দীপক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে: লেইক চৌমুহনী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে শনিবার এক বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরকে কেন্দ্র করে বাজার এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে এবং বহু মানুষ এই পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করেন।

শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দীপক কুমার মজুমদার। এদিন বাজারের ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় বহু মানুষ চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। আয়োজকদের দাবি, এই শিবিরের মাধ্যমে অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বলেন, বাজার ব্যবসায়ী সমিতির এই উদ্যোগের ফলে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা সহজেই চক্ষু চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি এই মানবিক উদ্যোগের জন্য ব্যবসায়ী সমিতিকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি আগামী দিনেও এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবির ও অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে আরও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার জন্য বাজার ব্যবসায়ী সমিতির প্রতি আহ্বান জানান মেয়র।

### দেশজুড়ে ৯৮২টি অভিযোগের সন্ধান

# গুজরাটে ৬৩১.৮৬ কোটির সাইবার জালিয়াতি চক্র ভাঙ্গল, গ্রেপ্তার ১৩

গান্ধীনগর, ২৩ মে (আইএএনএস) : গুজরাটে বৃহৎ সমন্বিত সাইবার অপরাধ দমন অভিযানে ১৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, তারা ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, শেল কোম্পানি এবং একাধিক রাজ্যে বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ৬৩১.৮৬ কোটিরও বেশি টাকার সাইবার জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত ছিল।

দেশজুড়ে বাড়তে থাকা সাইবার অপরাধের প্রেক্ষিতে উর্ধতন পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশে সাইবার সেন্টার অফ এক্সেলেন্স 'অপারেশন মিউল হান্ট ২.০'-এর আওতায় এই অভিযান চালায়।

পুলিশ সুপার রাজদীপসিং ঝালা জানান, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ও মানব গোয়েন্দা সূত্রের ভিত্তিতে আহমেদাবাদ, সুরাট, ভদোদরা, ভরুচ এবং রাজকোটে একযোগে অভিযান চালানো হয়। গত চার দিনে চারটি পৃথক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং তাতেই ১৩ জনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের সঙ্গে যুক্ত ৪৫টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যাচাই করে ন্যাশনাল সাইবারক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল (এনসিসিআরপি)-এ দেশজুড়ে ৯৮২টি সাইবার প্রতারণার অভিযোগের সন্ধান মেলে। এর মধ্যে ২০০-রও বেশি এফআইআর বিভিন্ন রাজ্যে নথিভুক্ত হয়েছে।

তদন্তকারীদের দাবি, 'সৌরথ ওভারসিজ' নামে একটি সংস্থার আড়ালে ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণার টাকা ঘোরানো হত। মাধবজি কোটাডিয়া ও বিমল জাডা টেলিগ্রাম চ্যানেল ও অন্যান্য অনলাইন উৎস থেকে চুরি হওয়া ডেটাবেস সংগ্রহ করে ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের তথ্য হাতিয়ে নিত বলে অভিযোগ। এরপর ভুয়ো ক্রেডিট কার্ড অফারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে টার্গেট করা হত।

পুলিশ জানায়, বিমল জাডা সামাজিক প্রকৌশল কৌশল ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে ওটিপি সংগ্রহ করত এবং পরে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বদলে অবৈধভাবে অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করত। এরপর সেই টাকা বিভিন্ন মিউল অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হত।

আহমেদাবাদ ও সুরাটভিত্তিক আরেকটি চক্র 'এসএনবি অ্যাকোয়া শিপিং প্রাইভেট লিমিটেড', 'জেপেলিন ওভারসিজ শিপিং প্রাইভেট লিমিটেড' এবং 'ডিকেজি ক্রিয়েশন অ্যান্ড টেকনোলজিস গুজরাট'-এর মতো সংস্থাকে ব্যবহার করে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলত বলে অভিযোগ। কমিশনের বিনিময়ে এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে প্রতারণার টাকা পাচার করা হত।

ভদোদরা ও ভরুচে 'এয়ার কন্ডিশনিং হাব' এবং 'ওয়ার্কস গ্লোবাল'-এর নামে খোলা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে জালিয়াতির টাকা লেনদেন করা হত বলেও জানিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিক জেরায় উঠে এসেছে, এই চক্রের সদস্যরা প্রতারণামূলক লেনদেনের জন্য ৪ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন পেত। গ্রেফতার হওয়াদের মধ্যে মিউল অ্যাকাউন্ট হোল্ডার, হ্যান্ডলার এবং অর্থ স্থানান্তরের সমন্বয়কারীরাও রয়েছে।

পুলিশের দাবি, এই চক্র অনলাইন আর্থিক প্রতারণা, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং জালিয়াতি, ইউপিআই স্ক্যাম, বিনিয়োগ প্রতারণা এবং আমানত সংক্রান্ত প্রতারণার সঙ্গে জড়িত ছিল। এনসিসিআরপি-এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, দিল্লি, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। মোট অভিযোগের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৮২। অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ২৮টি মোবাইল ফোন, ৩৯টি চেকবই, একটি পাসবই, দুটি ল্যাপটপ, ১২টি এটিএম/ডেবিট কার্ড এবং একাধিক সংস্থার চারটি সিল। পুলিশ সুপার রাজদীপসিং ঝালা বলেন, তদন্তে একটি সুসংগঠিত সাইবার অপরাধ চক্রের সন্ধান মিলেছে, যারা ভুয়ো সংস্থা ও মিউল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে অবৈধ অর্থ গোপন করত।

# চাহিদা আকাশছোঁয়া, ফলন তলানিতে হতাশায় তেলিয়ামুড়ার উত্তর গোকুলনগরের লিচু চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ মে: গ্রীষ্ম এলেই তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাট উত্তর গোকুলনগরের ঐতিহ্যবাহী লিচু বাগানকে ঘিরে জমে ওঠে উৎসবের আবহ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন এখানকার সুমিষ্ট ও রসালো লিচুর স্বাদ নিতে। তবে চলতি মরশুমে সেই চেনা ছবিতে বড়সড় ধাক্কা লেগেছে। চাহিদা থাকলেও এবার বাগানে ফলনের চরম সংকট দেখা দিয়েছে।

বাগান ঘুরে দেখা যায়, গাছের সংখ্যা থাকলেও ডালে ডালে লিচুর দেখা মিলছে খুবই কম। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর ফলন অনেকটাই কম হওয়ায় হতাশ ব্যবসায়ী ও বিক্রেতারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পুরনো গাছগুলির সঠিক পরিচর্যার অভাবেই ফলনের এই বেহাল অবস্থা তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে বাজারে প্রতি ১০০টি লিচু ৮০ থেকে ১০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। দাম তুলনামূলক বেশি হলেও ক্রেতাদের আগ্রহে ভাটা পড়েনি। কিন্তু পর্যাপ্ত ফলন না থাকায় ব্যবসায়ীরা চাহিদা অনুযায়ী লিচু সরবরাহ করতে পারছেন না। ফলে লাভের মুখও দেখা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা।

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাবেই ধীরে ধীরে জৌলুস হারাতে বসেছে উত্তর গোকুলনগরের ঐতিহ্যবাহী লিচু বাগান। তাদের মতে, এখনই পুরনো গাছগুলির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচর্যা এবং নতুন চারা রোপণের উদ্যোগ না নিলে আগামী দিনে এই বিখ্যাত লিচু বাগান শুধুই স্মৃতিতে পরিণত হতে পারে।

এলাকাবাসী দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 24-05-2026, 01:40